রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ/ ৯ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

এস.আর. ও. নং ২৯৩ আইন/২০২৩।—সরকার, the Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972) এর অনুচ্ছেদ ৯৪ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উক্ত আদেশের নিম্নরূপ নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রকাশ করিল:

(মূল ইংরেজি আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ)

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২

(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫)

[২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২]

যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;*

সেহেতু, এক্ষণে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

অধ্যায় ১
প্রারম্ভিক

১। (১) এই আদেশ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

* এই আদেশের সর্বত্র “হাইকোর্ট বিভাগ” শব্দগুলি “ট্রাইব্যুনাল” শব্দের পরিবর্তে, যথাক্রমে যেখানে যেভাবে প্রযোজ্য, গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ৭০.০০

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,―

(১) ''ব্যালট পেপার হিসাব'' অর্থ অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১০) এর অধীন প্রস্তুত কোনো ব্যালট পেপার হিসাব;

[১][(১ক) ''ব্যালট পেপার বহি'' অর্থ ব্যালট পেপার সংবলিত এইরূপ বহি যাহা হইতে ভোটারগণকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হয়;]

(২) ''প্রার্থী'' অর্থ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাবিত কোনো ব্যক্তি;

[২][(২ক) "আচরণ বিধিমালা'' অর্থ অনুচ্ছেদ ৯১খ এর অধীন প্রণীত আচরণ বিধিমালা;]

[৩][(৩) ''কমিশন'' অর্থ সংবিধানে সংজ্ঞায়িত অর্থে নির্বাচন কমিশন;]

(৪) ''নির্বাচনি এলাকা'' অর্থ কোনো সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সীমানির্দেশিত কোনো নির্বাচনি এলাকা;

(৫) ''সংবিধান'' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

[৪][(৬) ''প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'' অর্থ এইরূপ কোনো প্রার্থী যিনি সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যাহার প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (১) এর অধীন প্রত্যাহার করা হয় নাই বা দফা (২) এর অধীন স্থগিত করা হয় নাই;]

(৭) ''নির্বাচন'' অর্থ এই আদেশের অধীন কোনো সদস্যের আসনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন;

(৮) ''নির্বাচনি এজেন্ট'' অর্থ অনুচ্ছেদ ২১ এর অধীন কোনো প্রার্থী কর্তৃক নিযুক্ত কোনো নির্বাচনি এজেন্ট এবং উক্তরূপ নিযুক্তি না করিবার ক্ষেত্রে, প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট;

[৫][(৮ক) ''নির্বাচনি ব্যয়'' অর্থ ৪৪ক অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত অর্থে নির্বাচনি ব্যয়সমূহ;]

---

১ দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ দফা (২ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ দফা (৬) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ দফা (৮ক) এবং (৮খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৮খ) ‘‘নির্বাচনি পর্যবেক্ষক’’ অর্থ এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, এবং অনুরূপ কোনো পর্যবেক্ষক দলও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(৯) ‘‘নির্বাচনি দরখাস্ত’’ অর্থ অনুচ্ছেদ ৪৯ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত;

(১০) ‘‘ভোটার (elector)’’ অর্থ, কোনো নির্বাচনি এলাকার ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তি যিনি ভোটার হিসাবে উক্ত নির্বাচনি এলাকার ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হইয়াছেন;

[১][(১১) ‘‘ভোটার তালিকা’’ অর্থ [২][ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন)] এর অধীন প্রস্তুত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা];]

[৩][***]

[৪][(১১ক১) ‘‘ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন’’ বা “ইভিএম’’ অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২৬খ এর অধীন যথাযথভাবে অনুমোদিত ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন;]

[৫][(১১কক) ‘‘আইন প্রয়োগকারী সংস্থা’’ অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ান, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ান আনসার, [৬][বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ] এবং কোস্ট গার্ড বাহিনী;]

(১২) ‘‘সদস্য’’ অর্থ সংসদের কোনো সদস্য;

(১৩) ‘‘মনোনয়নের তারিখ’’ অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের জন্য অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন নির্দিষ্টকৃত তারিখ;

---

[১] দফা (১১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] “ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনী “ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনীর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (১১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] দফা (১১ক১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] দফা (১১কক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] “বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ” শব্দগুলি “বাংলাদেশ রাইফেলস” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(১৪) ''সংসদ'' অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত বাংলাদেশের সংসদ;

[১][(১৪ক) ''রাজনৈতিক দল'' অর্থ সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো রাজনৈতিক দল;]

(১৫) ''পোলিং এজেন্ট'' অর্থ অনুচ্ছেদ ২২ এর অধীন নিযুক্ত কোনো পোলিং এজেন্ট;

(১৬) ''ভোট গ্রহণের দিন (polling day)'' অর্থ কোনো নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের দিন;

(১৭) "পোলিং অফিসার" অর্থ কোনো ভোট কেন্দ্রের জন্য অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন নিযুক্ত কোনো পোলিং অফিসার;

(১৮) ''নির্ধারিত'' অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১৯) ''প্রিজাইডিং অফিসার'' অর্থ কোনো ভোট কেন্দ্রের জন্য অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন নিযুক্ত কোনো প্রিজাইডিং অফিসার, এবং প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনকারী ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোনো সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

[২][(১৯ক) ''নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল'' অর্থ অনুচ্ছেদ ৯০ক এর অধীন নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দল;]

(২০) ''নির্বাচিত প্রার্থী'' অর্থ এই আদেশের অধীন সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষিত কোনো প্রার্থী;

(২১) ''রিটার্নিং অফিসার'' অর্থ অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীন নিযুক্ত কোনো রিটার্নিং অফিসার, এবং রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনকারী একজন সহকারী রিটার্নিং অফিসারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

[৩][(২১ক) ''বিধি'' অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত কোনো বিধি;]

(২২) ''বাছাইয়ের তারিখ'' অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের জন্য অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন নির্ধারিত তারিখ;

---

[১] দফা (১৪ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (১৯ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (২১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(২৩) ''বিনষ্ট ব্যালট পেপার'' অর্থ এইরূপ কোনো ব্যালট পেপার যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনুচ্ছেদ ৩৪ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত প্রদান করা হইয়াছে;

[১][(২৩ক) ''সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ'' অর্থ সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে সংজ্ঞায়িত কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ;]

[২][(২৪) ''ওয়ার্ড'' অর্থ কোনো ইউনিয়ন, পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো ওয়ার্ড;]

(২৫) ''প্রত্যাহারের তারিখ (withdrawal day)'' অর্থ অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন নির্দিষ্টকৃত কোনো তারিখ যে তারিখে বা যাহার পূর্বে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাইবে।

অধ্যায় ২
নির্বাচন কমিশন

[৩][[৪][৩। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ অনুসারে নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।]

৩ক। এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন উহার নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবে।]

৪। কমিশন এই আদেশের অধীন উহার সকল বা যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালন করিবার জন্য [৫][প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার] বা উহার কোনো কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫। (১) কমিশন যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় যে কোনো দায়িত্ব পালন বা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) সরকারের সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কমিশনকে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি, কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে, যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন, সেইরূপ নির্দেশাবলি জারি করিতে পারিবেন।

---

[১] দফা (২৩ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (২৪) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ২(ঘ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ ৩ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ৩ এবং অনুচ্ছেদ ৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] অনুচ্ছেদ ৩ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "প্রধান নির্বাচন কমিশনার অথবা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনার" শব্দগুলি "উহার চেয়ারম্যান অথবা যে কোনো সদস্য" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬। (১) সরকার বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, কমিশন হইতে এতদুদ্দেশ্যে অনুরোধের প্রেক্ষিতে, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো ভোট কেন্দ্রে বা কেন্দ্র হইতে ব্যালট বাক্স বা অন্যান্য নির্বাচনি দ্রব্য পরিবহন বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তির যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোনো যানবাহন বা জলযান অধিযাচন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক তাহার নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো যানবাহন বা জলযান এইরূপে অধিযাচন করা যাইবে না ।

(২) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি দফা (১) এর অধীন অধিযাচনকৃত কোনো যানবাহন বা জলযানের দখল গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজন মনে করিলে পুলিশবাহিনীসহ অন্য কোনো বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন কোনো যানবাহন বা জলযান অধিযাচন করা হয়, সেইক্ষেত্রে সরকার বা উক্ত যানবাহন বা জলযানের অধিযাচনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্থানীয়ভাবে প্রচলিত হার বা ভাড়ার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া উহার মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণে সংক্ষুব্ধ হইয়া কোনো যানবাহন বা জলযানের মালিক, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, বিষয়টি কোনো সালিশের নিকট দাখিল করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন, সেইক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশ কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রদেয় হইবে ।

অধ্যায় ৩
নির্বাচন

[১][৭। [২][***] (১) কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা হইতে কোনো সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উক্ত এলাকার জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিবে; এবং কোনো ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যাইবে ।

(২) কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে একাধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য নিয়োগ করা যাইবে না ।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই আদেশের অধীন তাহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৭ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার, ইত্যাদি" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৪) রিটার্নিং অফিসার এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলি অনুসারে কার্যকরভাবে কোনো নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য ও বিষয় সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট জেলা [১][বা নির্বাচনি এলাকায়] নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(৬) কমিশন, যে কোনো সময়ে, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত যে কোনো কর্মকর্তা বা সরকারি পদে অধিষ্ঠিত অন্য যে কোনো ব্যক্তি, বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যকে, যিনি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট প্রদান বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করিয়াছেন বা প্রচেষ্টা চালাইতেছেন অথবা কোনোভাবে নির্বাচন কার্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোনো ভোটারকে প্রভাবিত করিয়াছেন অথবা নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার লক্ষ্যে অন্য কোনো কার্য করিয়াছেন, প্রত্যাহার করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ প্রত্যাহৃত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

[২][(৭) যেক্ষেত্রে কমিশন দফা (৬) এর অধীন কোনো কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করে, সেইক্ষেত্রে—

(ক) যদি অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তি কোনো ভোট কেন্দ্রে বা নির্বাচনি এলাকায় কর্মরত থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভোট কেন্দ্র বা নির্বাচনি এলাকা ত্যাগ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীন নির্দেশের ক্ষেত্রে, নির্দেশে উল্লিখিত সময়ের জন্য অনুরূপ কর্মকর্তা বা ব্যক্তিকে নির্বাচনি এলাকার বাহিরে থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন, এবং তদনুযায়ী তিনি নির্দেশ মান্য করিবেন, এবং যদি তাহাকে কেবল উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো সরকারি দায়িত্ব পালন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার ছুটি বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(গ) উক্ত কর্মকর্তা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।]

[৩][৮। (১) কমিশন প্রত্যেকটি নির্বাচনি এলাকা হইতে সদস্য নির্বাচনের লক্ষ্যে, ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকা সংরক্ষণ করিবে।]

---

[১] "বা নির্বাচনি এলাকায়" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (৭) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][(২) কমিশন ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পঁচিশ দিন] পূর্বে যে এলাকার ভোটার যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া, ভোট কেন্দ্রসমূহের চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার দফা (২) এর অধীন প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন ।

(৪) কোনো প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো প্রাঙ্গণে কোনো ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে না ।

[২][(৫) প্রার্থিতা চূড়ান্তকরণের পর যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, দফা (২) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত কোনো ভোট কেন্দ্র কোনো প্রার্থীর মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে, তাহা হইলে কমিশন যে কোনো সময়ে উহা পরিবর্তন করিতে পারিবে।]

৯। [৩][(১) রিটার্নিং অফিসার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, সংশ্লিষ্ট জেলার সকল সরকারি বা বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রধানগণকে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারের প্যানেল প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি যে গ্রেড উল্লেখ করিবেন সেই গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের একটি তালিকা তাহাকে সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

(১ক) প্যানেল প্রস্তুত হইবার পর, রিটার্নিং অফিসার উহার একটি অনুলিপি যে সকল অফিস, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন তাহাদের প্রধানগণের নিকট উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্বাচনকার্যে নিয়োজিত করিবার জন্য তাহাদের চাকরি কমিশনের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করিবার অনুরোধসহ প্রেরণ করিবেন এবং প্যানেলের একটি অনুলিপি কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।

(১খ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের জন্য প্যানেল হইতে একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি কোনো প্রার্থীর অধীন চাকরিরত থাকিলে, বা কোনো সময় চাকরি করিয়া থাকিলে, তাহাকে প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না।]

---

[১] "কমিশন ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পঁচিশ দিন" শব্দগুলি "কমিশন দফা (১) এর অধীন প্রদত্ত ভোট কেন্দ্রসমূহের তালিকায় তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং কমিশন ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পনের দিন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (৫) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আদেশ) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] দফা (১), (১ক) এবং (১খ) পূর্বের দফা (১) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার এই আদেশ ও বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোটকার্য পরিচালনা করিবেন এবং ভোটকেন্দ্রের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তদ্বিবেচনায় সুষ্ঠু ভোটকার্য ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভোটকার্য চলাকালীন প্রিজাইডিং অফিসার কোনো সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কোনো দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরূপ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন ।

(৩) যদি, ভোটকার্য চলাকালে কোনো সময়ে অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে, প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে হাজির না থাকেন অথবা তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহার স্থলে কার্য করিবার জন্য রিটার্নিং অফিসার কোনো একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করিবেন; এবং ভোটকার্য সমাপ্ত হইবার পর প্রিজাইডিং অফিসার অনতিবিলম্বে তাহার অনুপস্থিতির কারণসহ একটি প্রতিবেদন রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার, ভোটকার্য চলাকালীন যে কোনো সময়ে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোনো প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন এবং এইরূপে বরখাস্তকৃত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০। (১) কমিশন প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসারকে [১][অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অব্যবহিত পর] উক্ত এলাকার ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবে।

(২) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উক্ত ভোট কেন্দ্রের ভোট প্রদানের অধিকারী ভোটারগণের নাম সংবলিত একটি ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

১১। (১) সংসদ গঠনকল্পে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকা হইতে একজন সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটারগণকে আহ্বান করিবেন এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য নিম্নবর্ণিত তারিখসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে-

[২][(ক) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থীগণের মনোনয়নপত্র জমা প্রদান করা যাইবে;]

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার জন্য এক [৩][বা একাধিক] তারিখ;

(গ) যে তারিখে বা যে তারিখের পূর্বে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা যাইবে; এবং

---

[১] "অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশের অব্যবহিত পর" শব্দগুলি, বন্ধনী এবং সংখ্যা "উক্ত এলাকা" শব্দগুলির পর গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] উপ-দফা (ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (চতুর্থ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "বা একাধিক" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (চতুর্থ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ঘ) ভোট গ্রহণের জন্য এক [১][বা একাধিক] তারিখ যাহা প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের অন্তত পনেরো দিন পরে হইবে।

(২) দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার রিটার্নিং অফিসার, যথাশীঘ্র সম্ভব, তিনি যে এক বা একাধিক এলাকার রিটার্নিং অফিসার সেই এলাকা বা এলাকাসমূহে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত তারিখ সংবলিত একটি গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন; এবং গণবিজ্ঞপ্তিটি যে নির্বাচনি এলাকা সম্পর্কিত সেই এলাকার কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান বা স্থানসমূহে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) দফা (২) এর অধীন জারীকৃত কোনো গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা মনোনয়নও আহবান করা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার [২][বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার] কর্তৃক যে সময়ের পূর্বে এবং যে স্থানে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে উহাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইবে।

১২। [৩][(১) কোনো নির্বাচনি এলাকার যে কোনো ভোটার উক্ত এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের দফা (১) এর অধীন সদস্য হইবার যোগ্য যে কোনো ব্যক্তির নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার, বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি কোনো নির্বাচনি এলাকায় ভোটার হিসাবে তালিকাভুক্ত না থাকেন;

(খ) তিনি কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত না হন বা একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী না হন;

(গ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(ঘ) তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ ও ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন এবং তাহার মুক্তিলাভের তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপ-দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ উল্লিখিত যে কোনো কারণে কোনো ব্যক্তির কোনো আসনে তাহার নির্বাচন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হয় এবং এইরূপ ঘোষণার তারিখের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়;

---

[১] "বা একাধিক " শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন বা অবসরে গমন করিয়াছেন এবং তাহার পদত্যাগ বা অবসরে গমনের পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়;

(ছ) তিনি দুর্নীতির কারণে প্রজাতন্ত্রের বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চাকরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহার বরখাস্ত, অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয়;

(জ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোনো চাকরি হইতে অবসর গমনের পরপরই অনুরূপ চাকরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং উক্তরূপ চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত বা বাতিল হইবার পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়;

(ঝ) তিনি, কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠান হইতে অনুদান বা তহবিল গ্রহণ করিয়া এইরূপ একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যনির্বাহী পদে কর্মরত আছেন অথবা এই ধরনের পদ হইতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন বা পদচ্যুত হইয়াছেন এবং উক্তরূপ পদত্যাগ, অবসর বা পদচ্যুতির পর তিন বৎসর অতিবাহিত না হয়;

(ঞ) [১][***]

(ট) কোনো সমবায় সমিতি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারের নিকট পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোনো চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি তাহার স্বীয় নামে বা ট্রাস্টি হিসাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে, বা তাহার সুবিধার্থে বা তাহার উপলক্ষ্যে বা কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তাহার কোনো অংশ বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া থাকেন;

(ঠ) তিনি, কৃষি কার্যের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ ব্যতীত, ঋণগ্রহীতা হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [২][***] পূর্বে তৎকর্তৃক কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়া থাকেন;

---

[১] উপ-দফা (ঞ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর এর ধারা ৫(ক)(১) দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] “সাত দিন” শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(ড) তিনি এইরূপ কোনো কোম্পানির পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হন [১][যাহা] কোনো ব্যাংক হইতে গৃহীত কোনো ঋণ বা উহার কোনো কিস্তি, মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [২][***] পূর্বে [৩][সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম] কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

(ঢ) তিনি ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা সরকারের সেবা প্রদানকারী কোনো সংস্থার অন্য কোনো বিল মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনের [৪][***] পূর্বে পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

[৫][(ণ) তিনি The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর অধীন কোনো অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছেন।]

ব্যাখ্যা ১।––''লাভজনক পদ'' অর্থ প্রজাতন্ত্র বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সরকারের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক শেয়ার রহিয়াছে এইরূপ কোনো কোম্পানির কোনো অফিসে সার্বক্ষণিক কোনো পদ বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা।

ব্যাখ্যা ২।––দফা (ট) এর অধীন আরোপিত অযোগ্যতা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে––

(অ) চুক্তির কোনো অংশ বা স্বার্থ উত্তরাধিকারসূত্রে বা উইলসূত্রে তাহার নিকট প্রাপক, নির্বাহক বা ব্যবস্থাপক হিসাবে হস্তান্তরিত হয়, যদিনা উহা হস্তান্তরিত হইবার পর ছয় মাস বা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত উহার অধিক সময়, অতিবাহিত হয়; অথবা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পাবলিক কোম্পানির দ্বারা বা পক্ষে চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে এবং তিনি উহার একজন শেয়ার হোল্ডার মাত্র, তবে উহার অধীন তিনি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত পরিচালক নহেন বা ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিও নহেন; অথবা

(ই) তিনি কোনো হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য এবং তাহার অংশ বা স্বার্থ নাই এইরূপ কোনো স্বতন্ত্র ব্যবসা পরিচালনাকালে পরিবারের অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক চুক্তিটি সম্পাদিত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ৩।––"ব্যাংক" অর্থ––

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "ব্যাংক কোম্পানী";

---

[১] "যাহা" শব্দটি "যিনি" এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] "সংশ্লিষ্ট কোম্পানি বা ফার্ম" শব্দগুলি "তাহার" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(২) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "সাত দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(ক)(আ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫] উপ-দফা (ণ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৩) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][(খ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক;]

[২][***]

(ঘ) The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (P.O.No. 17 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন";

(ঙ) The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (P.O.No. 27 of 1973) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক";

(চ) The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ord.No. XI of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ";

(ছ) The Rajshahi Krishi Unnayan Bank Ordinance,1986 (Ord.No. LVIII of 1986) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক";

(জ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪, (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বেসিক ব্যাংক লিমিটেড" (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যাংক লিমিটেড)।

ব্যাখ্যা ৪।—"ক্ষুদ্র কৃষি ঋণ" অর্থ চা বা তামাক ব্যতীত, সকল প্রকারের ফসল ঋণ, এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত স্বল্প মেয়াদি ঋণ এবং সেচযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, নার্সারি ও উদ্যানভিত্তিক ফসল, পানচাষ, জলমহাল ব্যবস্থাপনা এবং রেশমগুটি উৎপাদন, তুঁতগাছ, লাক্ষা গাছ, খয়ের, ইত্যাদি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রদত্ত দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহার পরিমাণ প্রত্যেকটি ঋণের বিপরীতে সুদে আসলে এক লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।

ব্যাখ্যা ৫।—কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি বা ফার্ম অনুচ্ছেদ ১২(১) এর উপদফা (ঠ) ও (ড) এ উল্লিখিত কোনো ঋণ বা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন যদি তিনি বা উহা ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ''ঋণ খেলাপি'' অভিব্যক্তি অর্থে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংজ্ঞায়িত অর্থে একজন খেলাপি হন বা হয়। খেলাপির তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি হইতে বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা ৬।—''আর্থিক প্রতিষ্ঠান'' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

ব্যাখ্যা ৭।—অনুচ্ছেদ ১২ (১) এর উপ-দফা (ঝ) এ উল্লিখিত ''প্রধান নির্বাহী'' অর্থ কোনো বেসরকারি সংস্থার সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী যিনি মাসিক বেতন ও তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন।]

[১] দফা (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(১) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
[২] দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(২) দ্বারা বিলুপ্ত।

[১][(১ক) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সন্দেহ দূরীকরণের জন্য এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, কেবল [২][সিটি] কর্পোরেশনের প্রশাসক বা উপ-প্রশাসক অথবা একজন [৩][ওয়ার্ড কমিশনার] হওয়ার কারণে একজন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে অথবা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন না।]

(২) নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক মনোনয়ন প্রস্তাব পৃথক মনোনয়নপত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে যাহা প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:—

(ক) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার বা সদস্য থাকিবার কোনো অযোগ্যতা নাই; [৪][***]

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তাহাদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসাবে অন্য কোনো মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই [৫][; এবং]

[৬][(গ) প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি ঘোষণা যে, তিনি তিনটির অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেন নাই।]

[৭][(৩) প্রত্যেক মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিতভাবে দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রার্থী কর্তৃক, বা তাহার প্রস্তাবক বা সমর্থনকারী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং তিনি মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ করিয়া তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকারের একটি রসিদ প্রদান করিবেন; বা

(খ) প্রার্থী কর্তৃক অনলাইনের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার প্রাপ্তিস্বীকার প্রদান করা হইবে।]

---

১ দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (ষষ্ঠ সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "সিটি" শব্দটি "মিউনিসিপল" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "ওয়ার্ড কমিশনার" শব্দগুলি "উহার ওয়ার্ড কমিটির চেয়ারম্যান বা মেম্বার" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ সেমিকোলন (;) চিহ্নটি এবং "এবং" শব্দটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ উপ-দফা (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

৭ দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][(৩ক) দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সংবলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী ইতঃপূর্বে জাতীয় সংসদের কোনো নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, উক্ত তালিকা প্রদানের প্রয়োজন হইবে না;

(খ) নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের পক্ষে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র যে, প্রার্থীকে উক্ত দলের পক্ষ হইতে মনোনয়ন প্রদান করা হইয়াছে:

[২][তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নিবন্ধিত দলের পক্ষ হইতে প্রাথমিকভাবে একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে এবং একের অধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হইলে তাহাদের প্রার্থিতা অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (২) সাপেক্ষ হইবে।]

(৩খ) উপ-দফা (২) এর অধীন প্রত্যেক মনোনয়নপত্রের সহিত প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি হলফনামা দাখিল করিতে হইবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি ও বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে, যথা:—

(ক) তৎকর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) বর্তমানে তিনি কোনো ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত আছেন কি না;

(গ) অতীতে তাহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোনো ফৌজদারি মামলার রেকর্ড আছে কি না, থাকিলে, উহার রায়;

(ঘ) তাহার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী;

(ঙ) তাহার সম্ভাব্য আয়ের উৎসসমূহ;

(চ) তাহার নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী;

---

[১] দফা (৩ক) এবং (৩খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৬(গ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] শর্তটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ছ) অতীতে তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়া থাকিলে, নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রতিশ্রুতির কতগুলি পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল; [১][***]

(জ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তৎকর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা তাহার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হইবার কারণে উক্ত সকল প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ [২][;]

[৩][(ঝ) আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৬ এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর বিধান অনুসারে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র।]

ব্যাখ্যা।—"নির্ভরশীল" অর্থ প্রার্থীর স্ত্রী বা স্বামী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা ভগ্নিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তিকে একাধিক মনোনয়নপত্র দ্বারা একই নির্বাচনি এলাকার জন্য মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে, [৪][,এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে।]

(৫) যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করেন, তাহা হইলে [৫][অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত] অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

[৬][(৬ক) সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন এবং মনোনয়নপত্র গ্রহণের সময় শেষ হইবার পর অবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত সকল মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।]

---

[১] "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] সেমিকোলন ";" চিহ্নটি দাঁড়ি "। " চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (ঝ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন)আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩(খ)(আ) দ্বারা সংযোজিত।

[৪] ", এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার উভয়ের নিকট দাখিল করা যাইবে" কমা এবং শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] "অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৩ক) এর অধীন বৈধ হিসাবে প্রাপ্ত একটি মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি "রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রথমে প্রাপ্ত মনোনয়নপত্র ব্যতীত" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে, বন্ধনী এবং সংখ্যা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] দফা (৬ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৭) রিটার্নিং অফিসার তৎকর্তৃক প্রাপ্ত [১][বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত] প্রত্যেক মনোনয়নপত্র সম্পর্কে উহাতে প্রদর্শিত প্রার্থীর বিস্তারিত বিবরণ এবং মনোনয়নকারী ও সমর্থনকারীর নাম সংবলিত একটি বিজ্ঞপ্তি তাহার অফিসের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সাঁটিয়া দিবেন।

১৩। (১) দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন দাখিলকৃত কোনো মনোনয়নপত্র গৃহীত হইবে না, যদিনা—

(ক) উহা দাখিল করিবার সময় প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক [২][নগদে বা ব্যাংক ড্রাফট্ বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের অনুকূলে বিশ হাজার টাকা জমা প্রদান করা হয়;] অথবা

[৩][(খ) প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পূর্বোল্লিখিত অর্থ রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট বা কোনো ব্যাংকে বা সরকারি ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে জমা করা হইয়াছে ইহা প্রদর্শনকারী কোনো রসিদ বা কোনো সরকারি গেজেটেড কর্মচারী কর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি উহার সহিত সংযুক্ত থাকে।]

(২) একাধিক মনোনয়নপত্র দ্বারা প্রার্থী হিসাবে মনোনীত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, দফা (১) এর অধীন একাধিক জামানত প্রয়োজন হইবে না।

[৪][১৩ক। (১) এই আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি একই সময়ে [৫][তিনটির] অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

[৬][***]

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি একই সময়ে [৭][তিনটির] অধিক নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রার্থী হন, তাহা হইলে সকল নির্বাচনি এলাকার জন্য তাহার সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

১৪। (১) প্রার্থী, তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য একজন ব্যক্তি মনোনয়নপত্র বাছাই করিবার সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার [৮][অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন তাহার নিকট দাখিলকৃত বা প্রেরিত] সকল মনোনয়নপত্র পরীক্ষাকালে তাহাদিগকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন।

---

[১] "বা দফা (৬ক) এর অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত এবং তাহার নিকট প্রেরিত" শব্দ, বন্ধনী এবং অক্ষর গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "নগদে বা ব্যাংক ড্রাফ্ট বা পে-অর্ডার বা ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনারের অনুকূলে বিশ হাজার টাকা জমা প্রদান করা হয়" শব্দগুলি "নগদ দশ হাজার টাকা জমা দান করিয়া" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-দফা (খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] অনুচ্ছেদ ১৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (তৃতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৮ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] "তিনটির" শব্দটি "পাঁচটির" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] দফা (২) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৭ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৭] "তিনটির" শব্দটি "পাঁচটির" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৮] "অনুচ্ছেদ ১২ এর অধীন তাহার নিকট দাখিলকৃত বা প্রেরিত" শব্দগুলি "তাহার নিকট দাখিলকৃত" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) রিটার্নিং অফিসার দফা (১) এর অধীন বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করিবেন এবং অনুরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মনোনয়ন সম্পর্কে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার স্বীয় উদ্যোগে বা কোনো আপত্তির কারণে তদ্বিবেচনায় যথাযথ সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,—

(ক) প্রার্থী সদস্য হইবার যোগ্য নহেন;

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্র সমর্থন করিবার যোগ্য নহেন;

(গ) অনুচ্ছেদ ১২ বা ১৩ এর কোনো বিধান প্রতিপালন করা হয় নাই; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহে:

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) বাতিলকৃত কোনো মনোনয়নপত্র কোনো প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করিবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নহে এইরূপ কোনো ত্রুটির কারণে কোনো মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং অনুরূপ কোনো ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করিবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় কোনো অন্তর্ভুক্তির নির্ভুলতা বা বৈধতা বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন না।

[১][(৩ক) যদি কোনো ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করেন, তাহা হইলে বৈধ হিসাবে গণ্য মনোনয়নপত্রটি ব্যতীত, বাকিগুলি পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না।]

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেকটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন [২][***] এবং [৩][***] ইহার কারণ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিবেন।

[৪][(৫) যদি কোনো প্রার্থী বা কোনো ব্যাংক রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কমিশনে আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আপিলে প্রদত্ত যে কোনো আদেশ চূড়ান্ত হইবে।]

---

[১] দফা (৩ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৫(ক)(৪)(২) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "ইহা" শব্দটির পর কমা (,) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] "হইবে" শব্দটির পর কমা (,) চিহ্নটি এবং "বাতিলের ক্ষেত্রে," শব্দগুলি এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৮(ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৪] দফা (৫) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৫। (১) রিটার্নিং অফিসার, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিবেন।

(২) কোনো মনোনয়নপত্রের বিষয়ে [১][রির্টানিং অফিসারের সিদ্ধান্তের] বিরুদ্ধে দায়েরকৃত আপিল কমিশন কর্তৃক মঞ্জুর হইলে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের নামের তালিকা তদনুযায়ী সংশোধন করিতে হইবে।

[২][১৬। (১) বৈধভাবে মনোনীত কোনো প্রার্থী তাহার স্বাক্ষরযুক্ত কোনো লিখিত নোটিশ, প্রত্যাহারের তারিখ বা উহার পূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধির মাধ্যমে দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক একাধিক প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তি, তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিত নোটিশ দ্বারা, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখে বা উহার পূর্বে, তিনি স্বয়ং বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্নিং অফিসারকে কোনো প্রার্থীর চূড়ান্ত মনোনয়ন সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং উক্ত দলের অন্যান্য প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত হইবে।

(৩) দফা (১) এর অধীন কোনো প্রত্যাহারের নোটিশ বা দফা (২) এর অধীন চূড়ান্ত মনোনয়ন কোনো অবস্থাতেই প্রত্যাহার বা বাতিল করা যাইবে না।

(৪) দফা (১) এর অধীন কোনো প্রত্যাহারের নোটিশ প্রাপ্তি এবং দফা (২) এর অধীন চূড়ান্ত মনোনয়নের নোটিশ প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নোটিশে প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রার্থীর বা দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা অনুরূপ পদধারী কোনো ব্যক্তির, তাহা হইলে তিনি নোটিশের একটি অনুলিপি তাহার অফিসের কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে সাঁটিয়া দিবেন।

(৫) রিটার্নিং অফিসার, প্রত্যাহারের তারিখের অব্যবহিত পরের দিন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের একটি তালিকা প্রস্স্তত ও প্রকাশ করিবেন।]

১৭। (১) প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই এইরূপ কোনো বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী মৃত্যুবরণ করিলে, [৩][বা অনুচ্ছেদ ৯১ঙ এর দফা (২) এর অধীন কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইলে,] রিটার্নিং অফিসার, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, সংশ্লিষ্ট নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বাতিল করিয়া দিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাতিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই আদেশের অধীন নূতন কার্যক্রম এইরূপভাবে শুরু করিতে হইবে যেন ইহা একটি নূতন নির্বাচন [৪][:

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নূতন মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার বা অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন পুনরায় অর্থ জমা প্রদানের কোনো প্রয়োজন হইবে না।]

---

১ "রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের" শব্দগুলি "বাতিলের" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ অনুচ্ছেদ ১৬ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "বা অনুচ্ছেদ ৯১ঙ এর দফা (২) এর অধীন কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইলে," শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৪ কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

১৮। যেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে মনোনয়ন বাছাই বা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রম নির্ধারিত তারিখে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্তরূপ কার্যক্রম স্থগিত বা মুলতুবি করিতে পারিবেন এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উক্তরূপ স্থগিত বা মুলতুবি কার্যক্রমের জন্য অন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্যও এক বা একাধিক তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১৯। (১) যেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ১৪ এর অধীন বাছাইয়ের পর, কোনো নির্বাচনি এলাকার সদস্য নির্বাচনের জন্য কেবল একজন ব্যক্তি বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থী হিসাবে অবশিষ্ট থাকেন অথবা যেক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১৬ এর অধীন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর, কেবল একজন প্রার্থী অবশিষ্ট থাকেন, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, গণবিজ্ঞপ্তি দ্বারা, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত আসনে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বাছাইয়ের পর কোনো প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন আপিল করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে অনুরূপ আপিল দায়েরের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, বা অনুরূপ আপিল দায়ের না করা হইলে, বা কোনো আপিল দায়ের করা হইলে, উহা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, কোনো ব্যক্তিকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না ।

(২) রিটার্নিং অফিসার দফা (১) এর অধীন নির্বাচন সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়াছেন তৎসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন কমিশনের নিকট দাখিল করিবেন ।

(৩) কমিশন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২০। (১) যদি কোনো নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী থাকেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার—

[১][(ক) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন [২][:]

তবে শর্ত থাকে যে, অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর তিন দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত কোনো দরখাস্ত অনুযায়ী দুই বা ততোধিক নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক যৌথভাবে মনোনীত প্রার্থীকে কমিশন কর্তৃক উক্ত দলগুলির জন্য সংরক্ষিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে দলগুলি কর্তৃক সম্মত একটি প্রতীক বরাদ্দ করিতে পারিবেন।]

---

[১] দফা (ক) এবং (কক) পূর্ববতী দফা (ক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] কোলন (:) চিহ্নটি সেমিকোলন (;) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন)(১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০(ক) দ্বারা সন্নিবেশিত।

(কক) [১][স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে,] কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্ধারিত কোনো প্রতীক বরাদ্দ করিবেন, এবং ইহা করিবার সময় তিনি, যতদূর সম্ভব, প্রার্থীর পছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন]; [২][এবং]

(খ) কমিশন যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম বাংলা বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রকাশ করিবে [৩][।***]

[৪][***]

(২) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীক দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন ।

২১। (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনি এজেন্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচনি এজেন্টের নিয়োগ যে কোনো সময় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক লিখিতভাবে বাতিল করা যাইবে এবং যখন ইহা এইরূপে বাতিল করা হয় বা যখন নির্বাচনি এজেন্ট মৃত্যুবরণ করেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অন্য একজন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগের পর, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগের বিষয়ে তাহার নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা সংবলিত একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোনো নির্বাচনি এজেন্ট নিযুক্ত না করেন, সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজেই তাহার নির্বাচনি এজেন্ট হিসাবে গণ্য হইবেন এবং, যতদূর সম্ভব, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্ট উভয় হিসাবেই, এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কার্য করিবেন।

---

১ "স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের ক্ষেত্রে" শব্দগুলি "অন্যদের ক্ষেত্রে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০(খ)(অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০ (খ)(আ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ দাঁড়ি (।) চিহ্নটি সেমিকোলন (;) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০(গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ উপ-দফা (গ) এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১০ (ঘ) দ্বারা বিলুপ্ত।

২২। [১][(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট ভোট গ্রহণের কার্য শুরু হইবার পূর্বে, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রত্যেক ভোট কক্ষের জন্য অনধিক একজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিবেন।]

(২) দফা (১) এর অধীন কোনো পোলিং এজেন্টের নিয়োগ যে কোনো সময় প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক বাতিল করা যাইবে, এবং যখন ইহা এইরূপে বাতিল করা হয় বা যখন পোলিং এজেন্ট মৃত্যুবরণ করেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট অন্য ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ নিয়োগ সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

[২][(৩) পোলিং এজেন্ট নিয়োগকারী ব্যক্তি কর্তৃক মঞ্জুরকৃত, তাহার নাম এবং যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য তিনি পোলিং এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম সংবলিত, একটি পরিচয়পত্র দেখাইতে ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার কোনো পোলিং এজেন্টকে গ্রহণ করিবেন না।]

২৩। যেক্ষেত্রে এই আদেশের দ্বারা কোনো কার্য বা বিষয় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করিবার জন্য নির্ধারিত, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যক্তির উক্ত উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিতির ব্যর্থতা অন্য কোন উপায়ে বৈধভাবে কৃত কোনো কার্যকে অবৈধ করিবে না [৩][:

তবে শর্ত থাকে যে, রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, প্রিজাইডিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, উক্ত কার্য বা বিষয় সম্পাদনকালে উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত কার্য বা বিষয় সম্পাদনকালে যদি কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে হাজির পাওয়া না যায়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, প্রিজাইডিং অফিসার অবিলম্বে এইরূপ অনুপস্থিতির কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, তাহার মন্তব্যসহ, কমিশনকে অবহিত করিবেন।]

২৪। রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, কোন্ সময়ের মধ্যে ভোট গ্রহণ করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত নির্ধারিত সময় সম্পর্কে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][২৫। (১) ভোট গ্রহণের যে কোনো পর্যায়ে যদি প্রিজাইডিং অফিসার দেখিতে পান যে,

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ভোট গ্রহণ এইরূপভাবে ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হইয়াছে যে, অনুচ্ছেদ ২৪ এর অধীন নির্ধারিত ভোট গ্রহণের সময়ের মধ্যে ইহা পুনরায় শুরু করা সম্ভব নহে; বা

(খ) ভোট কেন্দ্রে ব্যবহৃত কোনো ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বে-আইনিভাবে ও জোরপূর্বক অপসারণ করা হইয়াছে, বা দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করা হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে, বা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকৃত করা হইয়াছে যে, সেই কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নিরূপণ করা যায় না; বা

(গ) কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বৈধভাবে বা অবৈধভাবে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বা অন্যান্য পোলিং অফিসারকে অস্ত্র-প্রদর্শন বা শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাদের স্বাভাবিক নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন,

তাহা হইলে তিনি অনতিবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন, এবং নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণকে ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিবার জন্য সহযোগিতা চাইবেন।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ অনতিবিলম্বে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিবেন এবং ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবেন (restore)।

(৩) যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিতে এবং ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার সকল কর্মকর্তাসহ ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন এবং তৎসম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে রিপোর্ট করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে দফা (৩) এর অধীন ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনকে রিপোর্ট করিবেন এবং কমিশন উক্ত ভোট কেন্দ্রে নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে, যদি না কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, একই নির্বাচনি এলাকার অন্যান্য ভোট কেন্দ্রে গৃহীত ভোটের ফলাফলের দ্বারা ভোট কেন্দ্রটির নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(৫) যেক্ষেত্রে কমিশন দফা (৪) এর অধীন নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের অনুমোদনক্রমে নূতন ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ ও স্থান নির্ধারণ (fix) করিবেন এবং উক্ত সময় ও স্থান সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

---

[১] অনুচ্ছেদ ২৫ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৬) দফা (৫) এর অধীন কোনো ভোট কেন্দ্রে যখন নূতন ভোট গ্রহণ করা হইবে, তখন উহাতে ভোট প্রদানের অধিকারী সকল ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে এবং দফা (৩) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটের সময় প্রদত্ত কোনো ভোট গণনা করা হইবে না; এবং উক্তরূপ নূতন ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি ও আদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।]

২৬। এই আদেশের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচন গোপন ব্যালট [১][বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া বা উভয়ের মাধ্যমে] নিষ্পত্তি করা হইবে এবং অনুচ্ছেদ ২৭ এর বিধান সাপেক্ষে, প্রত্যেক ভোটার, এই আদেশের বিধান অনুসারে, ব্যালট বাক্সে নির্ধারিত ফরমে যথাযথ ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইয়া অথবা ইভিএম ব্যবহার করিয়া ভোট প্রদান করিবেন।

[২][২৬ক। (১) এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া, ভোটারের পরিচিতি যাচাই এবং ভোট প্রদান, রেকর্ড ও গণনার উদ্দেশ্যে কমিশন প্রত্যেক ক্ষেত্রে, পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া, যেরূপ নির্ধারণ করিবে, সেইরূপ এক বা একাধিক বা সকল নির্বাচনি এলাকার এক বা একাধিক কেন্দ্রে বা সকল কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন ইভিএম ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ইভিএম এর সাহায্যে ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া ভোটারের পরিচিতি যাচাইকরণ, এবং ভোট প্রদান, রেকর্ড এবং গণনা সম্পাদিত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালায় উল্লিখিত ''ব্যালট বাক্স'' বা ''ব্যালট পেপার'' অভিব্যক্তির স্থলে ইভিএম অভিব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত মর্মে ব্যাখ্যেয় হইবে।

২৬খ। (১) কমিশন এইরূপ কোনো ইভিএম অনুমোদন করিতে পারিবে—

(ক) যাহা নেটওয়ার্কহীন অবস্থায় বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করা যায় (Stand-alone non-networked);

(খ) যাহা কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে বা ইন্টারনেট বা অন্য কোনো নেটওয়ার্কের সহিতও সংযুক্ত নহে, এবং যাহা হ্যাক করাও সম্ভব নহে;

(গ) যাহা ইলেক্ট্রনিকভাবে যেকোনো প্রকারের জাল (tamparing) বা কারচুপি প্রতিরোধে সুরক্ষিত;

---

[১] "বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া বা উভয়ের মাধ্যমে" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ২৬ক, ২৬খ, ২৬গ এবং ২৬ঘ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ঘ) যাহাতে অনুমোদিত প্রোগ্রাম (সফ্টওয়ার) ব্যবহার করা হইলে, ইহা পরিবর্তন বা জাল করা না যায়;

(ঙ) যাহাতে কোনো রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (আরএফ) রিসিভার ও ডাটা ডিকোডার নাই;

(চ) যাহা কেবল বিশেষভাবে এনক্রিপ্টেড এবং ডায়নামিক্যালি কোডকৃত ডাটা গ্রহণ করে;

(ছ) যাহা কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত ও নিযুক্ত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক তৈরি করা হয়;

(জ) যাহা প্রোগ্রামের সোর্স কোডের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে;

(ঝ) যাহাতে কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট ডিভাইস বা ডিভাইসসমূহ সংযোজন করা হয়; এবং

(ঞ) যাহা কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্ট অন্যান্য শর্ত পূরণ করে।

(২) কমিশন কোনো প্রোগ্রাম অনুমোদন করিতে পারিবে, যদি উক্ত প্রোগ্রাম এইরূপভাবে ডিজাইন করা হয় যে,

(ক) ইহা কোনো ভোটারকে কেবল একবার ভোট প্রদানের সুযোগ দিবে;

(খ) ইহাতে কেবল সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক কন্ট্রোল ইউনিটে ব্যালট সক্রিয় করিবার পর কোনো ভোটার কর্তৃক প্রদত্ত ভোট রেকর্ড করা যাইবে;

(গ) ইহাতে কেবল প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট সক্রিয় করিবার পর পরবর্তী ভোটারের ভোট রেকর্ড করা যাইবে;

(ঘ) মেশিনটি কোনো সময়েই বাহির হইতে কোনো সংকেত গ্রহণ করিবে না;

(ঙ) কোনো নির্বাচনে ভোট গণনার ক্ষেত্রে ইভিএম এর সহায়তা ব্যতীত ভোট গণনায় যেরূপ ফলাফল পাওয়া যাইবে, প্রোগ্রামের সঠিক ব্যবহার সেইরূপ একই ফলাফল প্রদান করিবে;

(চ) এই প্রোগ্রাম ভোটারের ভোট প্রদানের পূর্বে কোনো ভুল সংশোধনে ভোটারকে একটি সুযোগ প্রদান করিবে;

(ছ) প্রোগ্রামটি কোনো ব্যক্তিকে কোনো ভোটার কীভাবে তাহার ভোট প্রদান করিয়াছেন তাহা দেখিবার সুযোগ প্রদান করিবে না;

(জ) প্রিজাইডিং অফিসার প্রয়োজনে প্রোগ্রামটি থামাইবার (pause) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, উহা থামানো যাইবে;

(ঝ) প্রোগ্রামটি, ভোট সমাপ্ত হইবার পর ও ফলাফল ঘোষণার পূর্বে যে কোনো সময়, বণ্টন নির্দেশক প্রার্থীপ্রতি প্রাপ্তভোট নিরূপণ করিতে সক্ষম; এবং

(ঞ) ইহা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করে।

(৩) কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান ও গণনায় অনুমোদিত কোনো প্রোগ্রাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়া অবশ্যই অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) দফা (৩) সাপেক্ষে, কমিশন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুমোদন করিতে পারিবে—

(ক) অনুমোদিত প্রোগ্রামে ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার প্রদর্শন;

(খ) প্রোগ্রামটি ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক প্রার্থীর অনুকূলে রেকর্ডকৃত ভোট গণনার জন্য ইলেক্ট্রনিক ব্যালটের সংখ্যার বিন্যাস; এবং

(গ) ভোটার তালিকার সহিত মিলাইয়া ভোটারের পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবস্থাকরণ।

২৬গ। (১) ইভিএম এর জন্য বা তৎসম্পর্কিত কার্যের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহৃতব্য সকল ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ও প্রোগ্রাম, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সকল সময়ে যে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ হইতে নিরাপদ রাখিতে হইবে।

(২) কমিশন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পদ্ধতিগত ভারসাম্য নিশ্চিত করণার্থে একটি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবে যাহাতে যে কোনো সম্ভাব্য অপব্যবহার বা পদ্ধতিগত ত্রুটি প্রতিরোধ করা যায়।

(৩) দফা (১) এর অধীন নির্ধারিত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণের প্রত্যেকটি ধাপে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও দালিলিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক স্বচ্ছতার সহিত বাস্তবায়িত হইবে যাহাতে ইভিএম এর কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতার উপর তাহাদের আস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৪) কমিশন কোনো ভোট কেন্দ্রে ব্যবহৃত ইভিএম এর চিপে রেকর্ডকৃত ইলেক্ট্রনিক ডাটা পরবর্তী এক বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবে, এবং অতঃপর কমিশন, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশিত না হইলে, উহা মুছিয়া ফেলিবে বা ধ্বংস করিবে।

২৬ঘ। ইভিএম এর সঠিকতা, নিরাপত্তা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিশন, যে কোনো ধাপে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ইভিএম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই করিতে পারিবে।]

২৭। [১][(১) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ পোস্টাল ব্যালটে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ভোট প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) ও (৫) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি;

(খ) কোনো ব্যক্তি তিনি যে ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্র ব্যতীত, অন্য কোনো ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত আছেন; এবং

(গ) বিদেশে বসবাসরত কোনো বাংলাদেশি ভোটার।]

(২) এইরূপে ভোট প্রদানের অধিকারী কোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানে ইচ্ছুক হইলে—

(ক) দফা (১) এর উপ-দফা (ক)[২][এবং (গ)] এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে; এবং

(খ) উক্ত দফার উপ-দফা (খ) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তাহার নিযুক্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, তিনি যে নির্বাচনি এলাকার ভোটার, সেই এলাকার রিটার্নিং অফিসারের নিকট পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যেক আবেদনে ভোটারের নাম, ঠিকানা এবং ভোটার তালিকায় তাহার ক্রমিক নম্বর সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার দফা (২) এর অধীন কোনো ভোটারের আবেদন প্রাপ্তির পর, অনতিবিলম্বে উক্ত ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং একটি খাম প্রেরণ করিবেন, যে খামের উপর তারিখ প্রদর্শন করত সার্টিফিকেট অব পোস্টিং এর একটি ফরম থাকিবে, যাহা ভোটার কর্তৃক ডাকে প্রদানের সময় ডাকঘরের উপযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক পূরণ করা হইবে।

(৪) কোনো ভোটার পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের জন্য তাহার ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাহার ভোট রেকর্ড করিবার পর ব্যালট পেপারটি দফা (৩) এর অধীন তাহার নিকট প্রেরিত খামে ন্যূনতম বিলম্বের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিবেন।

২৮। (১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন।

(২) ব্যালট বাক্সগুলি কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত উপাদানে এবং নকশায় নির্মিত হইবে।

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "এবং (গ)" শব্দ, বন্ধনী এবং অক্ষর গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৩) কোনো ভোট কেন্দ্র বা ভোটকক্ষে (polling booth) একাধিক কক্ষ থাকিলে, ভোট গ্রহণের জন্য একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) ভোট গ্রহণ শুরু হইবার জন্য নির্ধারিত সময়ের অন্তত অর্ধঘণ্টা পূর্বে, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) ব্যবহৃতব্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি কিনা তাহা নিশ্চিত করিবেন;

[১][(কক) সংশ্লিষ্ট খালি বাক্সের ক্রমিক নম্বর ও উহার উপরের সিলমোহরের ক্রমিক নম্বর ধারণ করিয়া, এবং নির্ধারিত ফরমের নির্ধারিত কলামে গ্রহীতার (receiver) স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং উক্ত ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের এজেন্টগণ ইচ্ছুক হইলে, স্বাক্ষর গ্রহণে চেষ্টা করিবেন;]

(খ) উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবেন;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর তাহা বন্ধ করিয়া, প্রয়োজনে, সিলমোহরযুক্ত করিবেন; এবং

(ঘ) ব্যালট বাক্স এইরূপভাবে স্থাপন করিবেন যাহাতে ভোটারগণ সহজেই ভোট প্রদান করিতে পারেন এবং উহা তাহার নিজের এবং উপস্থিত সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচনি বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টিগোচরে থাকে।

(৫) যদি কোনো ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া যায় বা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য উহা আর ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স [২][তাহার নিজের সিলমোহর ও স্বাক্ষর দ্বারা এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের সিলমোহর বা স্বাক্ষর দ্বারা সিল করিয়া দিবেন] এবং ইহাকে একটি সুরক্ষিত স্থানে রাখিবেন এবং অতঃপর দফা (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি ব্যালট বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৬) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক ভোটার তাহার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে উহাতে চিহ্ন প্রদানে সক্ষম হন।

---

[১] উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "তাহার নিজের সিলমোহর ও স্বাক্ষর দ্বারা এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের সিলমোহর বা দস্তখত দ্বারা সিল করিয়া দিবেন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২৯। প্রিজাইডিং অফিসার, এতদুদ্দেশ্যে কমিশন যেরূপ নির্দেশ প্রদান করিবেন, সেইরূপ নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোট কেন্দ্রে একত্রে কতজন ভোটারের প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা যাইবে তাহার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং কেবল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত, ভোটকেন্দ্রে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবেন না—

(ক) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি;

[১][(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণ এবং প্রত্যেক ভোট কক্ষের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর একজন পোলিং এজেন্ট;

(খখ) নির্বাচনি পর্যবেক্ষক; এবং]

(গ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি।

৩০। (১) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন এবং ভোট কেন্দ্রে অসদাচরণকারী বা প্রিজাইডিং অফিসারের আইনানুগ আদেশ পালনে ব্যর্থ কোনো ব্যক্তিকে অপসারণ করিতে বা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) ভোট কেন্দ্র হইতে দফা (১) এর অধীন অপসারিত কোনো ব্যক্তি, প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত, উক্ত দিনে পুনরায় ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে পারিবেন না এবং, তিনি কোনো ভোট কেন্দ্রে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইলে, বিনা গ্রেপ্তারি পরওয়ানায় কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রেপ্তারযোগ্য হইবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন ক্ষমতা এইরূপভাবে ব্যবহার করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ভোটারকে যে কেন্দ্রে তিনি ভোট প্রদানের অধিকারী সেই কেন্দ্রে ভোট প্রদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়।

৩১। [২][(১) যেক্ষেত্রে কোনো ভোটার ভোট প্রদানের জন্য ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হন, সেইক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার, [৩][ভোটার তালিকার] সহিত মিলাইয়া পরীক্ষান্তে তাহার পরিচয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার পর, তাহাকে একটি ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবেন [৪][বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া তাহাকে ভোট প্রদানের অনুমতি দিবেন।]

[৫][***]]

---

[১] দফা (খ) এবং (খখ) পূর্ববর্তী দফা (খ) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (১), (১ক) এবং (১খ) পূর্ববর্তী দফা (১) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "ভোটার তালিকা" শব্দগুলি "তাহার পরিচয়পত্র" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৩ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "ব্যালট পেপার" শব্দগুলির পর "বা ইভিএম ব্যবহার করিয়া তাহাকে ভোট প্রদানের অনুমতি দিবেন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] দফা (১ক) এবং (১খ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৩ (খ) দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) কোনো ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবার পূর্বে—

(ক) তাহাকে তাহার যে কোনো হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে বা অন্য কোনো আঙ্গুলে অমোচনীয় কালিতে প্রদত্ত একটি ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তাহার নম্বর ও নাম উচ্চস্বরে বলা হইবে;

(গ) ভোটারকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভোটার তালিকায় তাহার নম্বর এবং নামের বিপরীতে একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে;

[১][(ঘ) ব্যালট পেপারের উল্টা পিঠে দাপ্তরিক চিহ্ন সংবলিত সিলমোহরাঙ্কিত করিতে হইবে এবং উহা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে;] [২][***]

(ঙ) প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটার তালিকায় ভোটারের নম্বর মুড়িপত্রে লিখিতভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে, যিনি মুড়িপত্রেও দাপ্তরিক চিহ্ন সংবলিত সিলমোহরাঙ্কিত করিবেন [৩][;

(চ) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটার তাহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিবেন।]

(৩) কোনো ব্যক্তি অমোচনীয় কালিতে ব্যক্তিগত চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে বা তিনি উক্তরূপ চিহ্ন বা ইতোমধ্যে ইহার অবশিষ্টাংশ বহন করিলে তাহাকে কোনো ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হইবে না।

(৪) যদি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, যে ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার সরবরাহ করা হইতে যাইতেছে তাহার দখলে ইতোমধ্যে এক বা একাধিক ব্যালট পেপার রহিয়াছে, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ভোটারকে তাহার দখলে যে আর কোনো ব্যালট পেপার নাই সেই মর্মে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং যাহাতে উক্ত ভোটার ব্যালট বাক্সে একাধিক ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইতে না পারেন তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

(৫) ব্যালট পেপার প্রাপ্তির পর ভোটার—

[৪][(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট [৫][বা পোলিং এজেন্ট] কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে, তাহাকে ব্যালট পেপারের পিছনের দাপ্তরিক সিলমোহর দেখাইবেন;

---

[১] উপ-দফা (ঘ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "এবং" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] দাঁড়ির (।) পরিবর্তে সেমিকোলন (;) এবং উহার পর দফা (চ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা যথাক্রমে প্রতিস্থাপিত ও সংযোজিত।

[৪] উপ-দফা (ক) এবং (কক) পূর্ববর্তী উপ-দফা (ক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৩ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "বা পোলিং এজেন্ট" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(কক) তৎক্ষণাৎ ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য নির্ধারিত স্থানে চলিয়া যাইবেন;]

(খ) যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে তিনি ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তাহার নাম ও প্রতীক সংবলিত স্থানে নির্ধারিত চিহ্ন প্রদান করিবেন; এবং

(গ) এইরূপে চিহ্ন প্রদানের পর, ব্যালট পেপারটি ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৬) ভোটার অযাচিত বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাহার ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে কোনো ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্যভাবে এইরূপ অক্ষম হন যে, তিনি কোনো সঙ্গীর সাহায্য ব্যতীত ভোট প্রদান করিতে পারেন না, সেইক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে উক্তরূপ সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন এবং অতঃপর এই আদেশের অধীন কোনো ভোটারকে যাহা করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, তিনি উক্তরূপ সাহায্য লইয়া তাহাই করিবেন।

[১][***]

৩২। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিয়া অবগত হন যে, অন্য কোনো ব্যক্তি ইতঃপূর্বে নিজেকে উক্ত ভোটার হিসাবে ঘোষণা করিয়া আবেদনকারীর নামে ভোট প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি অন্য যে কোনো ভোটারের ন্যায় একই পদ্ধতিতে এই অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে, একটি ব্যালট পেপার (অতঃপর "টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার" বলিয়া উল্লিখিত) পাইবার অধিকারী হইবেন ।

(২) কোনো টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রদান করিতে হইবে, যিনি উহার উপর ভোটার তালিকায় আবেদনকারীর নাম ও নম্বর লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি যে প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক তাহার নাম পৃষ্ঠাংকন করিয়া উহা একটি স্বতন্ত্র খামে রাখিবেন।

(৩) দফা (১) এর অধীন ব্যালট পেপারের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তির নাম এবং ভোটার তালিকায় তাহার নম্বর প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রস্তুত একটি তালিকায় (অতঃপর "টেন্ডার্ড ভোট তালিকা" বলিয়া উল্লিখিত) লিপিবদ্ধ করা হইবে।

[১] দফা (৮) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৩ (গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৩৩। (১) কোনো ব্যক্তি ব্যালট পেপার গ্রহণকালে যদি কোনো প্রার্থী বা তাহার [১][নির্বাচনি এজেন্ট বা] পোলিং এজেন্ট, এই মর্মে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে তাহার বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি ইতঃপূর্বে এই নির্বাচনে একই বা অন্য কোনো ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করিয়াছেন বা ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ যে নামের বিপরীতে ভোট প্রদান করিতে চাহিতেছেন তিনি সেই ব্যক্তি নহেন এবং প্রয়োজনে কোনো আদালতে এই অভিযোগ প্রমাণ করিতে সম্মত আছেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদে নির্ধারিত অর্থ জমা প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ইহার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া এবং মুড়িপত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ এবং তিনি শিক্ষিত হইলে, তাহার স্বাক্ষরও লইয়া তাহাকে একটি ব্যালট পেপার (অতঃপর ''আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' বলিয়া উল্লিখিত) সরবরাহ করিবেন।

(২) যদি প্রিজাইডিং অফিসার দফা (১) এর অধীন অনুরূপ ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার নাম ও ঠিকানা তৎকর্তৃক প্রস্তুত একটি তালিকায় (অতঃপর "আপত্তিকৃত ভোট তালিকা" বলিয়া উল্লিখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

(৩) দফা (১) এর অধীন সরবরাহকৃত কোনো ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক চিহ্নিত ও ভাঁজকৃত হইবার পর একই অবস্থায় ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পরিবর্তে ''আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' লেভেলযুক্ত একটি স্বতন্ত্র খামে রাখা হইবে।

৩৪। (১) যদি কোনো ভোটার অসাবধানতাবশত তাহার ব্যালট পেপারকে এইরূপভাবে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন যে, ইহাকে বৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে তিনি তাহার অসাবধানতার বিষয়টি প্রিজাইডিং অফিসারের সন্তোষ মোতাবেক ব্যাখ্যা করিয়া এবং ব্যালট পেপারটি তাহার নিকট ফেরত দিয়া অন্য একটি ব্যালট পেপার গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ অন্য ব্যালট পেপার দ্বারা তাহার ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার তৎক্ষণাৎ দফা (১) এর অধীন ফেরতকৃত ব্যালট পেপারটি বাতিল করিয়া তাহার স্বীয় স্বাক্ষরে মুড়িপত্রে উক্ত মর্মে নোট করিবেন এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারটি স্বাক্ষর করিয়া ইহা "বিনষ্ট ব্যালট পেপার'' লেভেলযুক্ত একটি স্বতন্ত্র খামে সংরক্ষণ করিবেন।

৩৫। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোটকেন্দ্র অবস্থিত সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

---

[১] "নির্বাচনি এজেন্ট বা" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩৬। (১) ৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি ভোট প্রদানের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণের সম্মুখে ভোট গণনা শুরু করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টগণকে ভোট গণনা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুবিধা প্রদান করিবেন এবং তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে এইরূপ তথ্য প্রদান করিবেন যাহা সুশৃঙ্খল ভোট গণনা এবং তৎসম্পর্কিত দায়িত্ব পালনের জন্য সহায়ক হয়।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, ভোট সম্পর্কিত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তি, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, [১][নির্বাচনি এজেন্টগণ, পোলিং এজেন্টগণ এবং নির্বাচনি পর্যবেক্ষকগণ] ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি ভোট গণনার সময় [১][উপস্থিত থাকিতে পারিবেন] না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার—

(ক) এক বা একাধিক ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স খুলিবেন এবং উহাদের মধ্য হইতে ব্যালট পেপারসমূহ বাহির করিয়া সকল ব্যালট পেপার গণনা করিবেন;

(খ) "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লেবেলযুক্ত প্যাকেটটি খুলিবেন এবং উহাতে রাখা ব্যালট পেপারসমূহ গণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিবেন;

(গ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ গণনা করিবেন, যাহা হইতে সেই সকল ব্যালট পেপার বাদ যাইবে যাহাতে—

[২][(অ) কোনো দাপ্তরিক চিহ্ন ও স্বাক্ষর নাই;]

(আ) দাপ্তরিক চিহ্ন এবং নির্ধারিত চিহ্ন ব্যতীত, অন্য কোনো লিখা বা চিহ্ন থাকে বা যাহার সহিত কোনো কাগজের টুকরা বা অন্য কোনো প্রকারের বস্তু সংযুক্ত থাকে;

(ই) ভোটার কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট প্রদান করিয়াছেন তাহা প্রদর্শনকারী কোনো চিহ্ন না থাকে; অথবা

(ঈ) এইরূপ চিহ্ন থাকে যাহা হইতে ভোটার কাহার জন্য ভোট দিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট না হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যালট পেপার কোনো প্রার্থীর পক্ষে চিহ্নিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি নির্ধারিত চিহ্নের সম্পূর্ণ বা অর্ধেক অপেক্ষা বেশি অংশ উক্ত প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সংবলিত জায়গার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, এবং যেক্ষেত্রে নির্ধারিত চিহ্ন অনুরূপ দুইটি জায়গার মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে ব্যালট পেপারটি ভোটার কাহার জন্য ভোট দিয়াছেন তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে না বলিয়া গণ্য হইবে;

---

[১] "নির্বাচনি এজেন্টগণ, পোলিং এজেন্টগণ এবং নির্বাচনি পর্যবেক্ষকগণ ...... উপস্থিত থাকিতে পারিবেন" শব্দগুলি ও কমা "তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণ এবং পোলিং এজেন্টগণ উপস্থিত থাকিবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] প্যারাগ্রাফ (অ)গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৭ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার পুনরায় ভোট গণনা করিতে পারিবেন—

(ক) প্রয়োজন বিবেচনা করিলে স্বীয় উদ্যোগে; বা

(খ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা উপস্থিত নির্বাচনি এজেন্ট [১][বা পোলিং এজেন্টের] [২][লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে,] যদি তাহার মতে, আবেদনটি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

(৬) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ স্বতন্ত্র প্যাকেটে রাখিতে হইবে এবং অনুরূপ প্রত্যেক প্যাকেটে সিলগালা করিতে হইবে এবং প্যাকেটের মধ্যে রাখা ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রের প্রকৃতি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নাম ও প্রতীক উল্লেখসহ উহার সহিত একটি সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৭) গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারগুলি একটি স্বতন্ত্র প্যাকেটে রাখিতে হইবে যাহার উপর উহার মধ্যে ধারণকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা নির্দেশিত থাকিবে।

(৮) দফা (৬) ও (৭) এ উল্লিখিত প্যাকেটসমূহ একটি প্রধান প্যাকেটে রাখা হইবে যাহা প্রিজাইডিং অফিসার সিলগালা করিবেন।

(৯) প্রিজাইডিং অফিসার, গণনার পর অবিলম্বে, নির্ধারিত ফরমে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোট এবং গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা এবং অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা [৩][,কথায় ও সংখ্যায় উভয়ে,] প্রদর্শন করিয়া একটি গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(১০) প্রিজাইডিং অফিসার, নির্ধারিত ফরমে, একটি ব্যালট পেপার হিসাব প্রস্তুত করিবেন যাহাতে স্বতন্ত্রভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রদর্শিত হইবে, যথা:—

(ক) তাহার নিকট অর্পিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(খ) ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে বাহির করিয়া আনা ও গণনাকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(গ) টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(ঘ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা;

(ঙ) অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা; এবং

(চ) বিনষ্ট ব্যালট পেপারের সংখ্যা।

---

[১] "বা পোলিং এজেন্টের" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "লিখিত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে" শব্দগুলি "অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] ", কথায় ও সংখ্যায় উভয়ে" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][(১১) প্রিজাইডিং অফিসার, [২][***] উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, তাহাদের নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণকে গণনার বিবরণী ও ব্যালট পেপারের হিসাব কথায় ও সংখ্যায় প্রদর্শন করিয়া একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রদান করিবেন, এবং এইরূপ অনুলিপি প্রদানের জন্য রসিদ গ্রহণ করিবেন, এবং অনুরূপ কোনো ব্যক্তি রসিদ প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে, প্রিজাইডিং অফিসার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।]

(১২) প্রিজাইডিং অফিসার পৃথক পৃথক প্যাকেটে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সিলগালা করিয়া রাখিবেন—

(ক) অব্যবহৃত ব্যালট পেপার;

(খ) বিনষ্ট ব্যালট পেপার;

(গ) টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার;

(ঘ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার;

(ঙ) ভোটার তালিকার চিহ্নিত অনুলিপি;

(চ) ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র;

(ছ) টেন্ডার্ড ভোট তালিকা;

[৩][(ছছ) সরবরাহকৃত ও ব্যবহৃত মোট ব্যালট বাক্সের সংখ্যা প্রদর্শনকারী ব্যালট বাক্স ইস্যুর ফরম;]

(জ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা; এবং

(ঞ) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য কাগজপত্র।

[৪][(১৩) প্রিজাইডিং অফিসার এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রস্তুতকৃত প্রত্যেক বিবরণী ও প্যাকেটের উপর উপস্থিত প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং অনুরূপ কোনো ব্যক্তি স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকার করিলে, বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।]

(১৪) দফা (১৩) এর অধীন কোনো প্যাকেটে বা বিবরণীতে স্বাক্ষর করিবার অধিকারী কোনো ব্যক্তি, ইচ্ছা করিলে, উহাতে তাহার সিলমোহরও যুক্ত করিতে পারিবেন।

(১৫) পূর্বোল্লিখিত দফাসমূহের অধীন কার্যক্রম সমাপ্তির পর, প্রিজাইডিং অফিসার, এতদুদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশানুসারে, তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্যাকেটসমূহ, গণনার বিবরণী এবং ব্যালট পেপার হিসাব, কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়াদিসহ, রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন [৫][, এবং গণনার বিবরণীর একটি অনুলিপি ডাকযোগে কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।]

---

[১] দফা (১১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ", আবেদনক্রমে," কমাগুলি ও শব্দ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৭(খ) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] উপ-দফা (ছছ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] দফা (১৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] কমা (,) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর ", এবং গণনার বিবরণীর একটি অনুলিপি ডাকযোগে কমিশনের নিকটও প্রেরণ করিবেন।" শব্দগুলি এবং দাঁড়ি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩৭। (১) রিটার্নিং অফিসার ফলাফল একত্রীকরণের জন্য তারিখ, সময় এবং স্থান সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা উপস্থিত থাকেন তাহাদের সম্মুখে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপরিউক্ত সময়ের পূর্বে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপারসমূহসহ প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করিবেন।

(২) ফলাফল একত্রীকরণ করিবার পূর্বে রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপারসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং যদি তিনি দেখেন যে, অনুরূপ কোনো ব্যালট পেপার এইরূপে বাদ দেওয়া উচিত হয় নাই, তাহা হইলে তিনি তদ্‌দ্বারা যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান করা হইয়াছে তাহার পক্ষে প্রদত্ত ব্যালট পেপার হিসাবে উহাকে গণনা করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তৎকর্তৃক ডাকযোগে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপারসমূহও গণনা করিবেন এবং অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এ উল্লিখিত কোনো কারণে তিনি বাতিল করিতে পারেন এইরূপ ভোট ব্যতীত, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত ভোটসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক দফা (৩) এর অধীন বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একত্রীকরণ বিবরণীতে স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৫) রিটার্নিং অফিসার কোনো ভোট কেন্দ্রের বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ পুনরায় গণনা করিবেন না, যদিনা—

(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারের গণনা সম্পর্কে আপত্তি করা হয় এবং রিটার্নিং অফিসার উক্ত আপত্তির যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন; অথবা

(খ) তিনি কমিশন কর্তৃক ইহা করিতে আদিষ্ট হন।

৩৮। যেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোটের সংখ্যা সমান এবং অনুরূপ প্রার্থীর পক্ষে একটি ভোট যোগ হইলে, তিনি নির্বাচিত ঘোষিত হইবেন, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ উক্তরূপ প্রার্থীগণের মধ্যে লটারি করিবেন এবং লটারির ফলাফল যে প্রার্থীর পক্ষে যাইবে তিনি সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত হইয়াছেন মর্মে গণ্য হইবেন এবং বিজয়ী ঘোষিত হইবেন। উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণের সম্মুখে লটারি করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লটারির প্রক্রিয়া লিখিতভাবে রেকর্ড করিবেন এবং উহাতে লটারির প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষকারী প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

৩৯। (১) রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন ভোট গণনা বা অনুচ্ছেদ ৩৮ এর অধীন লটারির মাধ্যমে ফলাফল প্রাপ্তির পর, গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(২) গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও [১][অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন একত্রীকরণ বা অনুচ্ছেদ ৩৮ এর অধীন লটারির ফলাফলের মাধ্যমে] প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা উল্লেখ থাকিবে ।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, দফা (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হইবার পর, অবিলম্বে কমিশনের নিকট নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনের রিটার্নসহ একটি একত্রীকরণ প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) কমিশন, সরকারি গেজেটে, নির্বাচিত প্রার্থীর নাম প্রকাশ করিবে।

৪০। রিটার্নিং অফিসার—

(ক) নির্ধারিত পদ্ধতিতে একত্রীকরণ প্রতিবেদন এবং নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন প্রস্তুত করিবার পর, অবিলম্বে, যে সকল প্যাকেট ও বিবরণী ফলাফল একত্রীকরণের জন্য খোলা হইয়াছিল সেইগুলিকে পুনরায় ভর্তি করিয়া সিলগালা করিবেন এবং উপস্থিত প্রার্থী ও তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে, তাহারা এইরূপ ইচ্ছা করিলে, অনুরূপ প্যাকেটগুলিতে তাহাদের স্বাক্ষর ও সিলমোহরাঙ্কিত করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিবেন; এবং

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাহাদের নির্বাচনি এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা একত্রীকরণ প্রতিবেদন ও নির্বাচনি রিটার্ন পাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে যথাযথভাবে উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

৪১। (১) যেক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীন বাতিল (terminate) করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাতিল হইবার পর, অথবা অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করিবার পর, প্রার্থী কর্তৃক অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন জমাকৃত অর্থ, যিনি নির্বাচনে প্রদত্ত সর্বমোট ভোটের এক অষ্টমাংশ হইতে কম ভোট পাইয়াছেন, তিনি ব্যতীত, অন্য প্রার্থী বা তাহার আইনগত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেওয়া হইবে।

(২) দফা (১) এর অধীন যে জামানত ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন নাই, সেই জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৪২। (১) রিটার্নিং অফিসার কমিশনের পক্ষে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবেন, যথা:—

(ক) ব্যালট পেপার সংবলিত প্যাকেটসমূহ, যাহাদের প্রত্যেকটি, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক তাহার সিলমোহর দ্বারা, অথবা যদি রিটার্নিং অফিসার উহা খুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তাহার সিলমোহর দ্বারা, সিলগালা করিতে হইবে;

(খ) সরবরাহকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রের প্যাকেট;

(গ) চিহ্নিত ভোটার তালিকার অনুলিপির প্যাকেট;

[১] "অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন একত্রীকরণের ফলে বা অনুচ্ছেদ ৩৮ এর অধীন লটারির ফলাফলের মাধ্যমে" শব্দগুলি এবং সংখ্যা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ঘ) ব্যালট পেপারের হিসাব সংবলিত প্যাকেট;

(ঙ) টেন্ডার্ড ব্যালট পেপার, আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার, টেন্ডার্ড ভোট তালিকা এবং আপত্তিকৃত ভোট তালিকা সংবলিত প্যাকেট; এবং

(চ) কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো দলিল।

(২) রিটার্নিং অফিসার দফা (১) এর অধীন সংরক্ষিত প্রত্যেক প্যাকেটের উপর উহার অভ্যন্তরস্থ দলিলাদির বর্ণনা, উক্ত দলিলাদি যে নির্বাচন সম্পর্কিত সেই নির্বাচনের তারিখ এবং যে এলাকার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) দফা (১) এ উল্লিখিত প্যাকেটসমূহে ধারণকৃত দলিলাদি এক বৎসরের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে, এবং অতঃপর কমিশন, হাইকোর্ট বিভাগ ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, উহা বিনষ্টের ব্যবস্থা করিবেন।

৪৩। ব্যালট পেপার ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলাদি, নির্ধারিত সময়ে ও শর্ত সাপেক্ষে, জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং রিটার্নিং অফিসার এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত দরখাস্ত এবং নির্ধারিত ফি প্রাপ্তি ও নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, উক্ত দলিলাদির অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ সরবরাহ করিবেন ।

৪৪। (১) হাইকোর্ট বিভাগ মুড়িপত্র এবং সার্টিফিকেট সংবলিত প্যাকেট খুলিবার অথবা গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ পরিদর্শনকারী ব্যক্তি, পরিদর্শনের সময়, স্থান ও পন্থা, দলিলাদি দাখিল এবং প্যাকেট খুলিবার বিষয়ে যেরূপ সমীচীন মনে করিবে, সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, দফা (১) এর অধীন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শনের জন্য আদেশ প্রদান এবং উক্ত আদেশ বাস্তবায়নে সর্তক থাকিতে হইবে যেন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অবৈধ সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ভোট প্রকাশিত হইয়া না পড়ে।

(৩) যেক্ষেত্রে দফা (১) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক আদেশে নির্দেশিতভাবে সরবরাহকৃত দলিলাদি উক্ত আদেশে উল্লিখিত নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলাদি হিসাবে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং খামের উপর প্রত্যয়নে যাহা বলা হইয়াছে, এইরূপে সরবরাহকৃত ব্যালট পেপারগুলি যে তাহাই এতৎসম্পর্কিত প্রত্যয়নই তাহার প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।

(৪) উপযুক্ত হেফাজত হইতে দাখিলকৃত কোনো নির্বাচনে ব্যবহৃত বলিয়া দাবিকৃত কোনো ব্যালট পেপার এবং কোনো নম্বর সংবলিত মুড়িপত্র এই বিষয় প্রমাণের জন্য এইমর্মে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে যে, উক্ত ব্যালট পেপার দ্বারা যে ভোটারের ভোট প্রদান করা হইয়াছিল তিনিই সেই ভোটার যাহার নম্বর ভোটার তালিকা ও মুড়িপত্রে একই রহিয়াছে।

(৫) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুসারে, কোনো ব্যক্তিকে রিটার্নিং অফিসারের হেফাজতে থাকা কোনো বাতিলকৃত বা গণনাকৃত ব্যালট পেপার পরিদর্শন করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

[১][অধ্যায় ৩ক
নির্বাচনি ব্যয়

৪৪ক। এই অধ্যায়ে, ''নির্বাচনি ব্যয়'' অর্থ কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা বা ইহার সহিত সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক কোনো কর্মকাণ্ডের জন্য দান, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য যেভাবেই হউক না কেন, ব্যয়িত বা পরিশোধিত যে কোনো অর্থ, এবং প্রচারণামূলক বিজ্ঞপ্তি বা প্রকাশনা বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার মতাদর্শ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচার সংক্রান্ত ব্যয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; কিন্তু অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন জমাকৃত অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

[২][৪৪কক। (১) [৩][প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, রিটার্নিং অফিসারের নিকট] নির্ধারিত ফরমে তাহার নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎস সম্পর্কে একটি বিবরণী দাখিল করিবেন যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তাহার নিজস্ব আয় হইতে নির্বাহ করা হইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ এবং উহার উৎস;

(খ) তাহার আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইবে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ এবং উহাদের আয়ের উৎস;

(গ) অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা হইবে বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ;

(ঘ) কোনো রাজনৈতিক দল, সংস্থা বা সমিতির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ;

(ঙ) অন্য কোনো উৎস হইতে পাওয়া যাইবে এইরূপ অর্থের পরিমাণ [৪][:

তবে শর্ত থাকে যে, পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান বা অনুদানের ক্ষেত্রে, উপদফা (ক) হইতে (ঙ) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।]

ব্যাখ্যা।—এই দফায় "আত্মীয়-স্বজন'' অর্থ স্বামী বা স্ত্রী, মাতা-পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা বা ভগ্নি।

(২) দফা (১) এর অধীন বিবরণীর সহিত নির্ধারিত ফরমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এবং তাহার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী এবং [৫][***] তাহার সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে।

---

[১] অধ্যায় ৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ৪৪কক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] "প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়, রিটার্নিং অফিসারের নিকট" শব্দগুলি ও কমা "প্রত্যাহারের পরবর্তী দিন হইতে সাত দিনের মধ্যে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রিটার্নিং কর্মকর্তার নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবে," শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৫ (ক) (অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৫ (ক)(আ) দ্বারা সংযোজিত।

[৫] ", তিনি যদি আয়করদাতা হন," কমাগুলি ও শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

(৩) দফা (২) এ উল্লিখিত বিবরণী এবং আয়কর রিটার্নের অনুলিপিসহ, দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীর অনুলিপি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের সময়, অনুলিপি নিবন্ধিত ডাকযোগে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণীতে উল্লিখিত কোনো উৎস ব্যতীত অন্য কোনো উৎস হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ অর্থ প্রাপ্তির পর তাহা [১][অনুচ্ছেদ ৪৪গ এর দফা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের সহিত] এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ এবং উহা প্রাপ্তির উৎস উল্লেখ করিয়া রিটার্নিং অফিসারের নিকট একটি অতিরিক্ত বিবরণী দাখিল করিবেন এবং অনুরূপ বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের সময় তাহাকে উহার একটি অনুলিপি নিবন্ধিত ডাকযোগে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

৪৪খ। (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য তাহার নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি দফা (২) এ বর্ণিত সীমার অতিরিক্ত কোনো প্রকারের অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি অনুরূপ প্রার্থীর কোনো নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে,

[২][***]

(আ) নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কোনো ব্যক্তি উক্ত লিখিতভাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ মনোহারী সরঞ্জাম, ডাকমাশুল, টেলিগ্রাফ ও অন্যান্য খুচরা ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয় করিতে পারিবেন।

[৩][[৪][(৩) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয়, তাহাকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল কর্তৃক তাহার জন্য কৃত ব্যয়সহ, [৫][[৬][পঁচিশ লক্ষ]] টাকার অধিক হইবে না [৭][:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনি ব্যয় তাহার নির্বাচনি এলাকার ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে মাথাপিছু হারে নির্ধারণ করা হইবে এবং সরকারি গেজেটে, এতদুদ্দেশ্যে একটি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইবে।]

---

[১] "অনুচ্ছেদ ৪৪গ এর দফা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের সহিত" শব্দগুলি, সংখ্যা এবং বন্ধনী "এইরূপ অর্থ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৫ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপ-দফা (অ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] দফা (৩) এবং (৩ক) পূর্ববর্তী দফা (৩) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "পনেরো লক্ষ" শব্দগুলি "পাঁচ লক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] "পঁচিশ লক্ষ" শব্দগুলি "পনেরো লক্ষ" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭] কোলন (:) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৩ক) দফা (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ বা উহার কোনো পরিমাণ অর্থ নিম্নবর্ণিত কার্যে ব্যবহার করা যাইবে না, যথা:—

(ক) একাধিক রঙের পোস্টার ছাপানো; বা

[১][(কক) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্টকৃত আকার অপেক্ষা বড় আকারের পোস্টার ছাপানো; বা]

[২][***]

(ঘ) চারশত বর্গফুটের অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্যান্ডেল স্থাপন; বা

(ঙ) কাপড় ব্যবহার করিয়া কোনো ব্যানার তৈরি; বা

(চ) কোনো নির্বাচনি এলাকায় একই সঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড-স্পিকার ব্যবহার; বা

(ছ) ভোটের জন্য নির্ধারিত তারিখের তিন সপ্তাহ পূর্বে যে কোনো সময় কোনো প্রকারের নির্বাচনি প্রচার শুরু করা; বা

[৩][(জ) কোনো ইউনিয়নে, অথবা কোনো পৌরসভার বা সিটির কোনো ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনি ছাউনি বা অফিস, অথবা কোনো নির্বাচনি এলাকায় এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় ছাউনি বা অফিস স্থাপন; বা

(জজ) ভোটারগণের জন্য যে কোনো ধরনের আপ্যায়ন; বা]

(ঝ) কোনো মিছিল বাহির করিবার লক্ষ্যে কোনো স্থলযান বা জলযান, যেমন- ট্রাক, বাস, কার, ট্যাক্সি, মটর সাইকেল এবং স্পিডবোট ব্যবহার; বা

[৪][(ঝঝ) কোনো ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে ভোটারদের আনা-নেওয়ার জন্য কোনো স্থলযান বা জলযান ভাড়া করা বা ব্যবহার করা; বা]

(ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া যে কোনো ধরনের আলোকসজ্জা; বা

(ট) একাধিক রঙে প্রার্থীর প্রতিকৃতি বা প্রতীক ব্যবহার বা প্রদর্শন; বা

(ঠ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বড় আকারের প্রতীক প্রদর্শন;

[৫][(ড) নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণার জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে লিখন বা অংকন [৬][; বা

(ঢ) ভোট গ্রহণের দিন নির্বাচনি ছাউনি স্থাপন।]]

---

[১] উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] উপ-দফা (খ) এবং (গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৬ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] উপ-দফা (জ) এবং (জজ) পূর্ববর্তী উপ-দফা (জ) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] উপ-দফা (ঝঝ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] উপ-দফা (ড) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা যথাক্রমে সংযোজিত।

[৬] সেমিকোলন (;) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর “বা”শব্দটি এবং উহার পর উপ-দফা (ঢ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][(৩খ) দফা (৩ক) এর কোনো বিধান লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো অর্থ, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দফা (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণের অধিক নির্বাচনি ব্যয় বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর লঙ্ঘন বলিয়া গণ্য হইবে ।]

(৪) নিজস্ব অর্থ ব্যয়কারী কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং দফা (২) এর অধীন অর্থ প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার [২][সাত দিনের] মধ্যে, অনুরূপ ব্যয়ের একটি বিবরণী বা অনুরূপ অর্থ প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ নির্বাচনি এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৫) নির্বাচনি এজেন্ট, অর্থের পরিমাণ [৩][একশত টাকা] হইবার ক্ষেত্রে ব্যতীত, অন্য সকল ক্ষেত্রে, বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক বিল এবং নির্বাচনের ব্যয় পরিশোধের রসিদ দ্বারা প্রত্যেকটি ব্যয়ের হিসাব প্রত্যয়ন করিবেন।

[৪][৪৪খখ। প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট বা যেক্ষেত্রে নির্বাচনি এজেন্ট নাই, সেইক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী—

(ক) তাহার ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর বিধানাবলি অনুসারে ব্যয় করা যাইবে এইরূপ নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবেন;

(খ) উক্ত হিসাব হইতে, ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত, উক্ত নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য সকল অর্থ পরিশোধ করিবেন।]

৪৪গ। (১) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রত্যেক নির্বাচনি এজেন্ট অনুচ্ছেদ ১৯, বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষিত হইবার পর [৫][ত্রিশ দিনের] মধ্যে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনি ব্যয়ের একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লিখিত থাকিবে, যথা:—

(ক) [৬][প্রত্যেক দিন] তৎকর্তৃক পরিশোধিত অর্থের সকল বিল ও রসিদসহ একটি বিবরণী;

[৭][(কক) অনুচ্ছেদ ৪৪খখ এর দফা (ক) এর অধীন যে হিসাব খোলা হইয়াছে উহাতে এবং উহা হইতে উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া উক্ত দফায় উল্লিখিত তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যয়িত হিসাব বিবরণীর একটি অনুলিপি;]

---

[১] দফা (৩খ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "সাত দিন" শব্দগুলি "চৌদ্দ দিন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "একশত টাকা" শব্দটি "পাঁচশত টাকা" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] অনুচ্ছেদ ৪৪খ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] "ত্রিশ দিন" শব্দগুলি "পনেরো দিন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬] "প্রত্যেক দিন" শব্দগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৭] উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃত ব্যক্তিগত ব্যয়ের, যদি থাকে, পরিমাণ সম্পর্কিত বিবরণী;

(গ) নির্বাচনি এজেন্ট অবগত রহিয়াছেন এইরূপ সকল বিতর্কিত দাবির বিবরণী;

(ঘ) নির্বাচনি এজেন্ট অবগত রহিয়াছেন এইরূপ সকল অপরিশোধিত দাবির বিবরণী;

[১][(ঙ) অর্থ গ্রহণের রসিদসহ, প্রত্যেক উৎসের নাম উল্লেখপূর্বক নির্বাচনি ব্যয়ের জন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থ সম্পর্কিত বিবরণী।]

(২) দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাহার নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে কৃতশপথ অথবা, যেক্ষেত্রে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনি এজেন্ট সেইক্ষেত্রে, কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক কৃতশপথের একটি হলফনামা সংযুক্ত থাকিবে।

[২][(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিলের সময়, দফা (২) এ উল্লিখিত হলফনামার একটি অনুলিপিসহ দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের একটি অনুলিপি নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক নিবন্ধিত ডাকযোগে কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।]

[৩][৪৪গগ। (১) নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে যে সকল নির্বাচনি এলাকায় উহার প্রার্থীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, সেই সকল এলাকায় নির্বাচন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য উহার সকল আয় ও ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং এইরূপ হিসাবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা কোনো মনোনয়ন প্রত্যাশী, বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে দান হিসাবে প্রাপ্ত [৪][পাঁচ হাজার টাকার] অধিক পরিমাণ অর্থ, তাহাদের নাম-ঠিকানা এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির ধরন উল্লেখ করিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(২) অনুরূপ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের তহবিল কোনো তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) অনুরূপ কোনো রাজনৈতিক দল তৎকর্তৃক মনোনীত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের জন্য নির্বাচনি ব্যয়সহ, পূর্বোল্লিখিত সময়ের মধ্যে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারিবে না, যথা:—

(ক) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা দুই শতের অধিক হইলে, [৫][চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা];

---

[১] উপ-দফা (ঙ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] অনুচ্ছেদ ৪৪গগ এবং ৪৪গগগ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] "পাঁচ হাজার টাকা" শব্দগুলি "এক হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা" শব্দগুলি "একশত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (ক) (অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা এক শতের অধিক তবে দুই শতের অধিক না হইলে, [১][তিন কোটি টাকা];

(গ) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা [২][পঞ্চাশের অধিক তবে এক শতের অধিক না হইলে, এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা] [৩][,

(ঘ) অনুরূপ প্রার্থীর সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক না হইলে, পঁচাত্তর লক্ষ টাকা [৪][:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত অর্থের পরিমাণ, প্রার্থীপ্রতি সর্বোচ্চ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাপেক্ষে হইবে [৫][:

আরও শর্ত থাকে যে, নির্বাচনি প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় ভ্রমণের জন্য দলীয় প্রধান কর্তৃক নির্বাহিত ব্যয় বাদ যাইবে।]]

(৪) অনুরূপ কোনো রাজনৈতিক দল [৬][বিশ হাজার টাকার] অধিক পরিমাণের কোনো দান, চেক ব্যতীত, গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৫) যদি কোনো রাজনৈতিক দল এই অনুচ্ছেদের কোনো বিধান লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে উহা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৪৪গগগ। (১) নির্বাচনের জন্য প্রার্থী মনোনয়নকারী প্রত্যেক রাজনৈতিক দল সকল নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন সমাপ্ত হইবার [৭][নব্বই দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট, উহার নিরীক্ষার জন্য] অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে যে সকল নির্বাচনি এলাকায় উহার প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন সেই সকল এলাকার নির্বাচন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উহার প্রার্থীগণের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যয় বা অনুমোদিত সকল ব্যয়ের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়া একটি ব্যয় বিবরণী দাখিল করিবেন।

---

[১] "তিন কোটি টাকা" শব্দগুলি "একশত লক্ষ টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (খ)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "পঞ্চাশের অধিক তবে একশতের অধিক না হইলে, এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা" শব্দগুলি ও কমা "একশতের অধিক না হইলে, পঁচাত্তর লক্ষ টাকা" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (খ)(ই) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] কমা (,) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর উপ-দফা (ঘ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (খ)(ই) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] কোলন (:) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] কোলন (:) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] "বিশ হাজার টাকা" শব্দগুলি "এক হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৮ (গ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭] "নব্বই দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট, উহার নিরীক্ষার জন্য" শব্দগুলি এবং কমা "সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট, উহার নিরীক্ষার জন্য, ষাট দিনের মধ্যে" শব্দগুলি এবং কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) দফা (১) এ উল্লিখিত ব্যয় বিবরণীতে দলের ঘোষণাপত্র, নীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাধারণ প্রচারণার জন্য কৃত ব্যয় এবং উহার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ব্যয় বা অনুমোদিত ব্যয় পৃথকভাবে সন্নিবেশ করিতে হইবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখে দলের তহবিলের প্রারম্ভিক স্থিতি, সকল নির্বাচনি এলাকার নির্বাচন সমাপ্ত হইবার তারিখে তহবিলের সর্বশেষ স্থিতি এবং উক্ত দুই তারিখের মধ্যবর্তী সময়ে দান হিসাবে বা অন্য কোনোভাবে দল কর্তৃক প্রাপ্ত মোট অর্থের হিসাব প্রদর্শন করিয়া [১][দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি বিবরণী দলের সম্পাদক কর্তৃক সত্য ও সম্পূর্ণ মর্মে প্রত্যয়িত হইতে হইবে।]

[২][***]

[৩][(৫) দফা (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল ব্যয় বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হইলে, কমিশন উহাকে ত্রিশ দিনের সময় প্রদান করিয়া উক্ত বিবরণী প্রেরণের জন্য সতর্কীকরণ নোটিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্ত সময়কালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল উহা দাখিলে ব্যর্থ হইলে, কমিশন দশ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান সাপেক্ষে, উক্ত সময়সীমা আরও পনেরো দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবে, এবং উক্ত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে উহার বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ হইলে, কমিশন উহার নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।]

[৪][৪৪ঘ। (১) অনুচ্ছেদ ৪৪কক, ৪৪গ ও ৪৪গগগ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী, রিটার্ন এবং দলিলাদি রিটার্নিং অফিসার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশন কর্তৃক তাহার অফিসে বা তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে রাখিতে হইবে এবং উহা প্রাপ্তির তারিখের পর এক বৎসর পর্যন্ত, নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে, যে কোনো ব্যক্তির পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার, এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত দরখাস্ত এবং নির্ধারিত ফি প্রদানের প্রেক্ষিতে, যে কোনো ব্যক্তিকে দফা (১) এর অধীন রক্ষিত যে কোনো বিবরণী, রিটার্ন বা দলিলাদি বা উহার কোনো অংশের অনুলিপি প্রদান করিবেন।

(৩) দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী, রিটার্ন বা দলিলাদি নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।]

---

১ "দফা (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রত্যেকটি বিবরণী দলের সম্পাদক কর্তৃক সত্য ও সম্পূর্ণ মর্মে প্রত্যয়িত হইতে হইবে" শব্দগুলি, বন্ধনী এবং সংখ্যা "প্রত্যেক রাজনৈতিক দল একটি পৃথক বিবরণী দাখিল করিবে, যাহা দলের সম্পাদক কর্তৃক সত্য ও সম্পূর্ণ মর্মে প্রত্যয়িত হইবে" শব্দগুলি এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (৪) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (গ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ দফা (৫) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগষ্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ১৯ (ঘ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

৪ অনুচ্ছেদ ৪৪ঘ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][অধ্যায় ৩খ
নির্বাচনকালীন প্রশাসন এবং আচরণ

৪৪ঙ। (১) অনুচ্ছেদ ১১ এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার পর এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর পনেরো দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো—

[২][***]

[৩][(কক) বিভাগীয় কমিশনার;

(ককক) মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার;]

(খ) ডেপুটি কমিশনার;

(গ) সুপারিনটেন্ডেন্ট অব পুলিশ; বা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট [৪][বিভাগ, জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায়] কর্মরত উহাদের অধস্তন কর্মকর্তাকে কমিশনের সহিত পূর্বালোচনা ব্যতীত, বদলি করা যাইবে না।

[৫][(২) নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে সরকারের কোনো বিভাগ বা অন্য কোনো সংস্থার কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জেলার বাহিরে বা মেট্রোপলিটন এলাকায় বদলি করা প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, কমিশন লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিবে এবং কমিশনের নিকট হইতে অনুরোধ প্রাপ্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত বদলি কার্যকর করিতে হইবে।]

(৩) অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন প্রস্তুতকৃত কোনো প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে ভোট না হওয়া পর্যন্ত, রিটার্নিং অফিসারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, জেলার বাহিরে বদলি করা যাইবে না।

(৪) দফা (১) এ উল্লিখিত সকল ব্যক্তি রিটার্নিং অফিসারকে, প্রয়োজন অনুসারে, নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।

---

[১] অধ্যায় ৩খ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] দফা (ক) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২১ (ক) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] উপ-দফা (কক) এবং (ককক) উপ-দফা (কক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক)(ই) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] “বিভাগ, জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায়” শব্দগুলি এবং কমা “জেলা” শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৩ (ক)(আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] দফা (২) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ৪
[*নির্বাচনি ব্যয়*

গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

অধ্যায় ৫
নির্বাচনি বিরোধ

[১][৪৯। (১) এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনি দরখাস্ত (election petition) দাখিল ব্যতীত, কোনো নির্বাচন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচনি দরখাস্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) নির্বাচনি দরখাস্তের সহিত ইহাতে উল্লিখিত বিবাদিগণের সমান সংখ্যক অনুলিপি সংযুক্ত থাকিতে হইবে এবং এইরূপ প্রত্যেক অনুলিপি দরখাস্তের আসল অনুলিপি মর্মে স্বাক্ষরকারী কর্তৃক তাহার নিজ দস্তখতে প্রত্যয়িত হইতে হইবে।

(৪) কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় দরখাস্তকারীকে হাইকোর্ট বিভাগের বিধি অনুযায়ী দরখাস্তের ব্যয়ের জামানত হিসাবে [২][পাঁচ হাজার টাকা] হাইকোর্ট বিভাগে জমা দিতে হইবে।]

৫০। দরখাস্তকারী তাহার নির্বাচনি দরখাস্তের বিবাদি হিসাবে—

(ক) সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে; এবং

(খ) যাহার বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি কার্যের অভিযোগ করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো প্রার্থীকে পক্ষ করিবেন [৩][।]

[৪][***]

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে এবং এই অধ্যায়ের পরবর্তী বিধানাবলিতে ''দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি কার্য'' অর্থ ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো ''দুর্নীতিমূলক কার্য' বা ''বে-আইনি কার্য'' বুঝাইবে।

৫১। (১) প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) দরখাস্তকারী যে সকল প্রয়োজনীয় ঘটনার উপর নির্ভর করেন তাহার একটি সুস্পষ্ট বিবরণ;

---

[১] অনুচ্ছেদ ৪৯ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "পাঁচ হাজার টাকা" শব্দগুলি "দুই হাজার টাকা" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দাঁড়ি (।) চিহ্নটি কমা (,) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "এবং উক্ত পিটিশনের একটি কপি ব্যক্তিগতভাবে অথবা রেজিস্টার্ড ডাক মারফত প্রাপক বরাবর পাঠাইতে হইবে।" শব্দগুলি এবং দাঁড়ি (।) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা বিলুপ্ত।

(খ) যে দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বা অন্য কোনো বে-আইনি কার্য সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ, অনুরূপ দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি পন্থা অবলম্বন বা বে-আইনি কার্য করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত পক্ষগণের নাম এবং অনুরূপ কার্য সংঘটিত হইবার তারিখ ও স্থানের, যতদূর সম্ভব, একটি পূর্ণ বর্ণনা; এবং

(গ) দরখাস্তকারী কর্তৃক দাবিকৃত প্রতিকার।

(২) দরখাস্তকারী প্রতিকার প্রার্থী হিসাবে নিম্নবর্ণিত ঘোষণাসমূহের মধ্যে যে কোনো ঘোষণা দাবি করিতে পারিবেন, যথা:—

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল;

(খ) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন; বা

(গ) সম্পূর্ণ নির্বাচনই বাতিল।

(৩) প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্ত এবং উক্ত দরখাস্তের প্রত্যেক তফসিল বা সংযুক্তি (annex) দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এ আরজি বা জবাব প্রতিপাদনের জন্য বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদন প্রস্তুত করিতে হইবে।

৫২। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৩। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৪। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৫। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৬। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা বিলুপ্ত*]

৫৭। (১) এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলি সাপেক্ষে, প্রত্যেক নির্বাচনি দরখাস্ত, যতদূর সম্ভব, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন দেওয়ানি মামলা বিচারের পদ্ধতি অনুসারে বিচার করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট বিভাগ—

(ক) প্রত্যেক সাক্ষীর জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে তাহার সাক্ষ্যের সারাংশের একটি স্মারক (memorendum) প্রস্তুত করিতে পারিবে, যদিনা উহা বিবেচনা করে যে, কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে; এবং

(খ) কোনো সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে, যদি উহা বিবেচনা করে যে, তাহার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে বা কার্যধারা বিলম্বিত করিবার উদ্দেশ্যে তুচ্ছ কারণে (frivolous ground) তাহাকে ডাকা হইয়াছে।

(২) এই আদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ প্রযোজ্য হইবে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগ, যে কোনো সময়, তৎকর্তৃক নির্দেশিত শর্তে এবং ফি প্রদান সাপেক্ষে, কোনো দরখাস্ত এইরূপভাবে সংশোধন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে যাহা, উহার মতে, একটি নিরপেক্ষ এবং কার্যকর বিচার নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রকৃত বিচার্য বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে; তবে নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোনো নূতন কারণ উত্থাপন করিবার কোনো অনুমতি প্রদান করা হইবে না।

(৪) হাইকোর্ট বিভাগ, কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারকালে যে কোনো সময়, দরখাস্তকারীকে অনুচ্ছেদ ৪৯ এর অধীন জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ জামানত হিসাবে জমা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

[১][(৫) হাইকোর্ট বিভাগ কোনো কারণেই কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার মুলতুবি রাখিবে না, যদিনা, উহার মতে, বিচারের স্বার্থে অনুরূপ মুলতুবি প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয় ।

(৬) হাইকোর্ট বিভাগ, সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে, নির্বাচনি দরখাস্তের শুনানি করিবে এবং দরখাস্ত [২][দাখিল] হইবার ছয় মাসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিবে [৩][।]

[৪][***]]

৫৮। হাইকোর্ট বিভাগ কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত খারিজ করিবে, যদি—

(ক) [৫][অনুচ্ছেদ ৪৯ বা] অনুচ্ছেদ ৫০ বা অনুচ্ছেদ ৫১ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করা না হইয়া থাকে; বা

(খ) অনুচ্ছেদ ৫৭ এর দফা (৪) এর অধীন প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত জামানত প্রদানে দরখাস্তকারী ব্যর্থ হন।

৫৯। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নংআইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা বিলুপ্ত*]

---

১ দফা (৫) এবং (৬) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৮১ (১৯৮১ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "দাখিল" শব্দটি "প্রেরিত" শব্দটির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ দাঁড়ি (।) চিহ্নটি কোলন (:) চিহ্নের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ শর্তাংশটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ "অনুচ্ছেদ ৪৯ বা" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৬০। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যথাযথভাবে কোর্টফিযুক্ত বা নিবন্ধিত হয় নাই কেবল এই কারণে কোনো দলিল কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারকালে প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহ্য হইবে না।

(২) কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারে কোনো সাক্ষীকে কোনো বিচার্য বিষয়ে বা বিষয়ের সহিত প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান হইতে এই কারণে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে না যে, অনুরূপ প্রশ্নের উত্তর তাহাকে অপরাধী করিতে পারে বা তাহাকে অপরাধী করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বা ইহা তাহাকে শাস্তি বা বাজেয়াপ্তকরণের সম্মুখীন করিতে পারে বা সম্মুখীন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তবে কোনো সাক্ষীকে তিনি নির্বাচনে কাহার জন্য ভোট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে বিবৃতি প্রদানে বাধ্য করা বা অনুমতি প্রদান করা যাইবে না ।

(৩) যে কোনো সাক্ষী জবাব প্রদানে বাধ্য এইরূপ সকল প্রশ্নের যথাযথভাবে জবাব প্রদান করিলে, তিনি হাইকোর্ট বিভাগের নিকট হইতে একটি দায়মুক্তি প্রত্যয়নপত্র লাভের অধিকারী হইবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বা উহার সম্মুখে উত্থাপিত কোনো প্রশ্নের তিনি যে জবাব প্রদান করিবেন তাহা তাহার সাক্ষ্য সংক্রান্ত মিথ্যার জন্য ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(৪) দফা (৩) এর অধীন কোনো সাক্ষীকে মঞ্জুরকৃত দায়মুক্তি প্রত্যয়নপত্র তিনি যে কোনো আদালতে তাহার ওজর হিসাবে দাখিল করিতে পারিবেন এবং যে বিষয়ের সহিত অনুরূপ প্রত্যয়নপত্র সম্পর্কিত সেই বিষয় হইতে উদ্ভূত দণ্ডবিধির অধ্যায় ৯ক বা এই আদেশের অধীন কোনো অভিযোগের বিরুদ্ধে ইহা একটি সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ কৈফিয়ত হইবে, তবে ইহা তাহাকে আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা আরোপিত নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো অযোগ্যতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(৫) হাইকোর্ট বিভাগ কোনো ব্যক্তিকে সাক্ষ্য প্রদানে হাজির হইবার জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যয় নির্বাহের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং উহা, হাইকোর্ট বিভাগ ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, ব্যয়ের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। (১) যদি কোনো নির্বাচনি দরখাস্তে এই মর্মে কোনো ঘোষণা প্রদানের দাবি করা হয় যে, নির্বাচিত প্রার্থী ভিন্ন অন্য একজন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহা হইলে নির্বাচিত প্রার্থী বা অন্য কোনো পক্ষ ইহা প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করিতে পারিবেন যে, অনুরূপ অন্য প্রার্থীকে নির্বাচিত প্রার্থী ঘোষণা করা হইলে তাহার নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইত এবং তাহার নির্বাচন সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া দরখাস্ত দাখিল করা যাইত:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বোক্ত নির্বাচিত প্রার্থী বা অনুরূপ অন্য পক্ষ এইরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দাখিল করিতে অধিকারী হইবেন না, যদিনা তিনি, বিচার শুরু হইবার পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে, উহা দাখিল করিবার ইচ্ছা সম্পর্কে হাইকোর্ট বিভাগকে নোটিশ প্রদান করেন এবং ৪৯ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত জামানতও প্রদান করেন।

(২) দফা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক নোটিশের সহিত মামলার একটি বিবরণ সংযুক্ত থাকিবে এবং কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদন, বিচার ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে বা জামানত প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল বিধান রহিয়াছে, এইক্ষেত্রেও সেই সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে যেন ইহা একটি নির্বাচনি দরখাস্ত।

৬২। (১) হাইকোর্ট বিভাগ কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার সম্পন্ন হইবার পর নিম্নরূপ যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) দরখাস্তটি খারিজ করা;

(খ) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা;

(গ) নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলপূর্বক দরখাস্তকারী বা অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা; বা

(ঘ) সম্পূর্ণ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করা।

(২) দফা (৩) এর বিধান ব্যতীত, কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের উপর হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

[১][(৩) হাইকোর্ট বিভাগের কোনো রায়ে সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি রায় ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল বিভাগে আপিল করিতে পারিবেন, যদি উহা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে।]

৬৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিবেন, যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) নির্বাচিত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ছিল; বা

(খ) নির্বাচিত প্রার্থী মনোনয়নের তারিখে সদস্য হইবার যোগ্য ছিলেন না বা অযোগ্য ছিলেন; বা

(গ) দুর্নীতিমূলক কার্য বা বে-আইনি কার্যের দ্বারা নির্বাচনি ফলাফল হাসিল করা হইয়াছে বা ঘটানো হইয়াছে; বা

(ঘ) নির্বাচিত প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পারস্পরিক যোগসাজশে কোনো দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্য করা হইয়াছে; বা

[২][(ঙ) নির্বাচিত প্রার্থী অনুচ্ছেদ ৪৪খ (৩) এর অধীন অনুমোদিত অর্থের অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।]

---

১ দফা (৩) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ উপ-দফা (ঙ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা সংযোজিত।

(২) কোনো নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন এই কারণে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না যে—

(ক) কোনো দুর্নীতিমূলক বা বে-আইনি কার্য সংঘটিত হইলে, যদি হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ইহা উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টের দ্বারা বা তাহার সম্মতি বা পরোক্ষ সম্মতিতে হয় নাই এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তাহার নির্বাচনি এজেন্ট উহা সংঘটিত না হইবার জন্য সকল যুক্তিসঙ্গাত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন; বা

(খ) অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে যে কোনো একজন, মনোনয়নের তারিখে, সদস্য নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্য ছিলেন না বা অযোগ্য ছিলেন।

৬৪। হাইকোর্ট বিভাগ নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলিয়া এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিবে, যদি দরখাস্তকারী বা বিবাদীগণের মধ্যে যে কোনো একজন ইহা অনুরূপভাবে দাবি করেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, দরখাস্তকারী বা অনুরূপ অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইবার অধিকারী ছিলেন।

৬৫। যদি হাইকোর্ট বিভাগ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নিম্নবর্ণিত কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভাবে প্রভাবিত হইয়াছে,তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল ঘোষণা করিবে, যথা:—

(ক) কোনো ব্যক্তি এই আদেশ ও বিধিমালার বিধানাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) নির্বাচনে মারাত্মক দুর্নীতি বা বে-আইনি কার্য সংঘটিত হইয়াছে।

৬৬। (১) যেক্ষেত্রে বিচার সমাপ্ত হইবার পর প্রতীয়মান হয় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ভোট সমানভাবে ভাগ হইয়াছে এবং উক্তরূপ যে কোনো একজন প্রার্থীর জন্য একটি ভোট যোগ করিলে তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইবার যোগ্য হইবেন, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনকে তাহা অবহিত করিবেন। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের করা না হইলে, কমিশন আপিল দায়েরের নির্ধারিত সময় শেষ হইবার পর উক্ত প্রার্থীদের সম্পর্কে একটি নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবেন, এবং অনুরূপ ভোটের জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন; তবে আপিল দায়ের করা হইলে, কমিশন আপিলের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিবে এবং যদি আপিলে সকল বিষয়ে হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত বহাল থাকে, তাহা হইলে কেবল উপর্যুক্তভাবে কার্য করিবে।

(২) ভোট গ্রহণ, ভোট গণনা, ব্যালট পেপার হিসাব প্রস্তুতকরণ, ফলাফল ঘোষণা এবং দলিলাদি সংরক্ষণ ও পরিদর্শন সম্পর্কিত এই আদেশের সকল বিধানের অধীন কোনো নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেরূপে প্রযোজ্য হয় ঠিক সেইরূপে নূতন ভোটের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

[১][৬৭। (১) হাইকোর্ট বিভাগ, কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার নিষ্পত্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, উহার রায়ের সারাংশ কমিশনকে অবহিত করিবে এবং উহার আদেশের একটি সত্যায়িত অনুলিপি কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ প্রাপ্তির পর, কমিশন উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ উহা প্রদানের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।]

৬৮। [২][(১) কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগের অনুমতিক্রমে প্রত্যাহার করা যাইবে।]

(২) যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ অনুমতি প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে নির্বাচনি দরখাস্তের বিবাদীগণ কর্তৃক ব্যয়িত খরচ অথবা হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত ইহার কোনো অংশ দরখাস্তকারীকে প্রদান করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে।

৬৯। (১) একমাত্র দরখাস্তকারীর মৃত্যুতে বা একাধিক দরখাস্তকারীর ক্ষেত্রে একমাত্র জীবিত ব্যক্তির মৃত্যুতে নির্বাচনি দরখাস্ত বাতিল হইয়া যাইবে।

[৩][(২) যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত দফা (১) এর অধীন বাতিল হইয়া যায়, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কমিশনকে বাতিলের নোটিশ প্রদান করিবে।]

৭০। যদি কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচার সমাপ্ত হইবার পূর্বে কোনো বিবাদী মৃত্যুবরণ করেন বা নির্ধারিত ফরমে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করেন যে, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক নন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আর কোনো বিবাদী নাই, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ, শুনানি ব্যতীত, অথবা তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনো ব্যক্তিকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া, মামলাটি একতরফা নিষ্পত্তি করিবে।

৭১। যেক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনি দরখাস্তের বিচারের যে কোনো পর্যায়ে, কোনো প্রার্থী কোনো সংগত কারণ ব্যতীত হাজিরা দিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তটি খারিজ করিতে পারিবেন এবং খরচ সম্বন্ধে তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৭২। (১) হাইকোর্ট বিভাগ, অনুচ্ছেদ ৬২ এর অধীন কোনো আদেশ প্রদানকালে, উহার বিবেচনা অনুযায়ী খরচ নির্ধারণ করিয়া এবং কাহার দ্বারা এবং কাহাকে অনুরূপ খরচ প্রদান করিতে হইবে উহা নির্দেশ করিয়া একটি আদেশ প্রদান করিবেন।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৬৭ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] দফা (২) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) যদি দফা (১) এর অধীন খরচ সংক্রান্ত কোনো আদেশে কোনো পক্ষ কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে খরচ প্রদানের জন্য নির্দেশ থাকে, তাহা হইলে অনুরূপ খরচ ইতঃপূর্বে প্রদান করা না হইয়া থাকিলে, সম্পূর্ণ খরচ প্রদেয় হইবে এবং যাহার অনুকূলে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে তৎকর্তৃক আদেশ প্রদানের ছয় মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে, প্রতিপক্ষ কর্তৃক জমাকৃত খরচের জামানত হইতে, যতদূর সম্ভব, ইহা প্রদান করা হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে খরচের জামানত জমা দিয়াছেন এইরূপ কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে কোনো অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয় নাই, অথবা পূর্বোক্ত ছয় মাসের মধ্যে খরচ প্রদানের জন্য কোনো দরখাস্ত দাখিল করা হয় নাই, অথবা জামানত হইতে খরচ প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ জামানত বা, ক্ষেত্রমত, ইহার অবশিষ্টাংশ যিনি জমা দিয়াছিলেন তাহার বা তাহার আইনগত প্রতিনিধি ফেরত পাওয়ার জন্য লিখিত দরখাস্ত দাখিল করিলে হাইকোর্ট বিভাগ দরখাস্তকারীকে উহা ফেরত প্রদান করিবেন।

(৪) যাহার নিকট হইতে খরচ আদায় করা হইবে তিনি যে জেলায় বাস করেন বা যে জেলায় তাহার সম্পত্তি রহিয়াছে বা যে নির্বাচনি এলাকার সহিত বিতর্কিত নির্বাচন সম্পর্কিত সেই এলাকা বা উহার কোনো অংশ যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার আদি এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে লিখিত দরখাস্ত করিয়া খরচের আদেশ কার্যকর করা যাইবে, যেন অনুরূপ আদেশ উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো ডিক্রি:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (২) এর অধীন কোনো দরখাস্ত দ্বারা যে খরচ আদায় করা হয় নাই, সেই খরচ ব্যতীত, এই ধারার অধীন কোনো মামলা করা যাইবে না।

অধ্যায় ৬
অপরাধ, দণ্ড এবং বিচার পদ্ধতি

৭৩। যদি কোনো ব্যক্তি—

[১][***]

[২][(২) অনুচ্ছেদ ৪৪কক এর অধীন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লিখিত উৎস ভিন্ন অন্য কোনো উৎস হইতে কোনো নির্বাচনি ব্যয় বহন করেন;

(২ক) অনুচ্ছেদ ৪৪খ এর বিধানাবলি লঙ্ঘন করেন;

(২খ) ঘুষ আদান-প্রদান, ছদ্মপরিচয় বা অবৈধ প্রভাব খাটাইবার অপরাধ করেন;]

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৭ দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] দফা (২), (২ক) এবং (২খ) পূর্ববর্তী দফা (২) এবং (২ক) এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে মিথ্যা বিবৃতি দেন বা প্রকাশ করেন—

(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার কোনো আত্মীয়ের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য, যাহা নির্বাচনকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো প্রার্থীর নির্বাচন সংগঠিত করিবার বা প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, বিবৃতি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং তিনি ইহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন;

(খ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে, অনুরূপ প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে প্রদান করা হইয়াছে কি হয় নাই এই মর্মে; বা

(গ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে;

(৪) কোনো প্রার্থী কোনো বিশেষ ধর্ম, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, বর্ণ, উপদল বা উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হইবার কারণে তাহাকে ভোট প্রদানের জন্য বা তাহাকে ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে আহবান করেন বা প্ররোচিত করেন;

(৫) জ্ঞাতসারে, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে সমর্থন বা তাহার বিরোধিতা করিবার লক্ষ্যে, নিজেকে এবং নিজ পরিবারের সদস্য ব্যতীত, কোনো ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে বা কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো স্থলযান বা নৌযান ভাড়া দেন, ভাড়া করেন, ঋণ নেন, নিয়োগ করেন বা ব্যবহার করেন; বা

(৬) ভোট প্রদানের জন্য ভোট কেন্দ্রে হাজির বা অপেক্ষায় আছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে ভোট প্রদান ব্যতিরেকে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করাইবার চেষ্টা করেন;

তাহা হইলে তিনি দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি [১][অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডিত হইবেন।

[১] "অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড" শব্দগুলি এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭৪। যদি কোনো ব্যক্তি—

[১][***]

[২][(২) অনুচ্ছেদ [৩][৪৪কক বা] ৪৪গ এর বিধানাবলি পালন করিতে ব্যর্থ হন;

(২ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচনে সুবিধা প্রদান বা বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ বা প্ররোচিত করেন, বা সাহায্য গ্রহণ বা প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করেন;]

(৩) ভোট প্রদানের যোগ্য নহেন বা অযোগ্য জানা সত্ত্বেও, কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন;

(৪) একই ভোট কেন্দ্রে একাধিকবার ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন;

(৫) একই নির্বাচনে একাধিক ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন;

(৬) ভোট চলাকালে কোনো ভোট কেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন; বা

(৭) জ্ঞাতসারে পূর্বোক্ত কোনো কার্য করিবার জন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেন বা তাহার সাহায্য চাহেন;

তাহা হইলে তিনি বে-আইনি কার্যের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি [৪][অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন]।

৭৫। কোনো ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি স্বয়ং বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে,—

(১) কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করা বা ভোট প্রদানে বিরত থাকা বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হইতে বা প্রার্থী হইবার, প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিবার বা তাহা হইতে বিরত থাকিবার কারণে, বকশিশ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন; বা

(২) কোনো ব্যক্তিকে বকশিশ প্রদান করেন, প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন;

---

[১] দফা (১) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] দফা (২) এবং (২ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] “৪৪কক বা” সংখ্যা, বর্ণগুলি এবং শব্দ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] “অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন” শব্দগুলি এবং কমা “অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন” শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) (ক) প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে—

(অ) কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা প্রার্থী হওয়া হইতে বিরত রাখেন; বা

(আ) কোনো ভোটারকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন; বা

(ই) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নির্বাচন হইতে প্রত্যাহার করান; বা

(খ) পুরস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে—

(অ) কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া হইতে বিরত রাখেন;

(আ) কোনো ভোটারকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত রাখেন; বা

(ই) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে কোনো নির্বাচনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করান।

ব্যখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে "বকশিশ" অর্থে আর্থিক বা অর্থে নিরূপণযোগ্য বকশিশ এবং সর্ববিধ আপ্যায়ন বা নিযুক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

৭৬। কোনো ব্যক্তি অন্যের ছদ্মপরিচয় ধারণের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি অন্য কোনো ব্যক্তির, সেই ব্যক্তি জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক যাহাই হউন, ছদ্মপরিচয় ধারণ করিয়া ভোট প্রদান করেন বা ভোট প্রদানের জন্য ব্যালট পেপার চাহেন।

৭৭। কোনো ব্যক্তি অসংগত প্রভাব বিস্তারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(১) কোনো ব্যক্তিকে কোনো নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে, বা উহা হইতে বিরত থাকিতে, অথবা নির্বাচনে প্রার্থী হইতে, বা প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করিতে, প্ররোচিত বা বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে, পরোক্ষভাবে স্বয়ং বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে,—

(ক) কোনো প্রকার শক্তি, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(খ) কোনো আঘাত, ক্ষতি, হানি বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(গ) কোনো সাধু বা পিরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করিবার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঘ) কোনো ধর্মীয় দণ্ড প্রদান করেন বা প্রদানের ভীতি প্রদর্শন করেন ; বা

(ঙ) কোনো দাপ্তরিক প্রভাব বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন; বা

(২) কোনো ব্যক্তির ভোট প্রদান বা ভোট প্রদান করা হইতে বিরত থাকা বা প্রার্থী হইবার বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার জন্য, উপ-দফা (১) এ উল্লিখিত যে কোনো কার্য করেন;

(৩) অপহরণ, জবরদস্তি বা কোনো প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে—

(ক) কোনো ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগে অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা প্রদান করেন; বা

(খ) কোনো ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে বা প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য, প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যা।—এই অনুচ্ছেদে "হানি (harm)'' অর্থে সামাজিক ভর্ৎসনা, একঘরেকরণ বা কোনো বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৮। (১) কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনি এলাকার [১][ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে] উক্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিতে এবং কোনো ব্যক্তি কোনো মিছিল বা শোভাযাত্রা সংগঠিত করিতে বা ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

[২][(১ক) অনুচ্ছেদ ৭৮ (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যক্তি—

(ক) কোনো আক্রমণাত্মক কার্য বা বিশৃঙ্খলামূলক আচরণ করিতে পারিবেন না;

(খ) ভোটার বা নির্বাচনি কার্যে নিয়োজিত বা দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিগণকে হুমকি বা ভীতিপ্রদর্শন করিতে পারিবেন না;

(গ) কোনো অস্ত্র বা শক্তি প্রদর্শন বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।]

(২) কোনো ব্যক্তি [৩][দফা (১) বা দফা (১ক) এর বিধানাবলি] লঙ্ঘন করিলে, তিনি [৪][অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডিত হইবেন।

---

[১] "ভোট গ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা এবং ভোট গ্রহণ সামপ্তির পরবর্তী আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে" শব্দগুলি "আটচল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মধ্যরাতে ভোট গ্রহণ সমাপ্তিতে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন,২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হতে কার্যকর) এর ধারা ২২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] দফা (১ক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] ''দফা (১) বা দফা (১ক) এর বিধানাবলি" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী ''দফা (১) এর বিধানাবলি" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "অনধিক সাত বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৭৯। কোনো ব্যক্তি [১][অনধিক তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয়মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি ভোট গ্রহণের তারিখে ভোটকেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে—

(১) ভোটের জন্য প্রচারণা করেন;

(২) কোনো ভোটারের ভোট প্রার্থনা করেন;

(৩) কোনো ভোটারকে নির্বাচনে ভোট প্রদান না করিবার জন্য বা কোনো বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিবার জন্য প্ররোচিত করেন; বা

(৪) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টের জন্য ভোট কেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোনো সংরক্ষিত স্থান ব্যতীত, ভোটারগণকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি, চিহ্ন, ব্যানার বা পতাকা প্রদর্শন করেন বা সংকেত দেন।

৮০। কোনো ব্যক্তি অনধিক [২][তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি ভোট গ্রহণের তারিখে—

(১) ভোট কেন্দ্র হইতে শোনা যায় এইরূপভাবে কোনো গ্রামোফোন, মেগাফোন, লাউড স্পিকার বা পুনঃশব্দ সৃষ্টিকারী বা বর্ধনকারী অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করেন;

(২) ভোট কেন্দ্র হইতে শোনা যায় এইরূপভাবে অনবরত চিৎকার করেন;

(৩) এইরূপ কোনো কার্য করেন যাহা—

(ক) ভোট কেন্দ্রে ভোট প্রদানের জন্য আগত কোনো ভোটারকে বিরক্ত করে বা তাহার অসন্তোষ ঘটায়; বা

(খ) প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, ভোট কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালন ব্যাহত করে; বা

(৪) পূর্বোক্ত যে কোনো কার্য সম্পাদনে সহায়তা করেন।

---

[১] "অনধিক তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "তিন বৎসর এবং অন্যূন ছয় মাসের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ড" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সরে ১০ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৮১। (১) দফা (২) এ বর্ণিত বিধান ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি [১][অনধিক [২][সাত বৎসর] এবং অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডিত হইবেন, যদি—

(ক) তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মনোনয়নপত্র, ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের উপরের দাপ্তরিক সীলমোহর বিকৃত বা নষ্ট করেন;

(খ) তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট কেন্দ্র হইতে কোনো ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইয়া যান, বা তিনি যে ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইবার অধিকারী উহা ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যালট পেপার বাক্সে প্রবেশ করান;

[৩][(খখ) তাহার নিকট কোনো ব্যালট পেপার বা ব্যালট পেপারের বহি পাওয়া যায় বা তাহাকে ভোট কেন্দ্রের বাহিরে জনগণকে উহা প্রদর্শন করিতে দেখা যায়;]

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতীত—

(অ) কোনো ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন;

(আ) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপ কোনো ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের খাম নষ্ট করেন, গ্রহণ করেন, খোলেন বা অন্য কোনোভাবে সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করেন; বা

(ই) এই আদেশের বিধান অনুযায়ী যুক্ত সিলমোহর ভাঙ্গেন;

[৪][(গগ) যথাযথ কর্তৃত্ব ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ইভিএম সংশ্লিষ্ট বা ইভিএম এ ব্যবহৃত বা ব্যবহৃতব্য কোনো ডিভাইস, সরঞ্জামাদি বা সফ্‌টওয়্যার প্রোগ্রাম বিনষ্ট করেন বা হস্তক্ষেপ করেন;]

(ঘ) কোনো ব্যালট পেপার বা দাপ্তরিক চিহ্ন জাল করেন;

(ঙ) ভোট সমাপ্ত হইবার পর, অবিলম্বে অনুসরণীয় প্রয়োজনীয় পদ্ধতি শুরু করিতে, পরিচালনা করিতে, বা সমাপ্ত করিতে বিলম্ব ঘটান বা বাধার সৃষ্টি করেন [৫][;

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্য, বা নির্বাচন বানচালের জন্য কোনো ভোট কেন্দ্র বা ভোট কক্ষ বলপূর্বক দখল করেন, বা দখল করিবার ব্যাপারে সহায়তা করেন বা পরোক্ষ সমর্থন প্রদান করেন, এবং—

---

[১] "অনধিক দশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয়দণ্ডে" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "সাত বৎসর" শব্দগুলি "দশ বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট,২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] উপ-দফা (খখ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৩(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪] উপ-দফা (গগ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫] সেমিকোলন (;) চিহ্নটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর উপ-দফা (চ) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা সংযোজিত।

(অ) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে (polling authorities) ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স বা ভোট সংক্রান্ত অন্য বস্তু বা দলিলপত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং অন্যান্য এইরূপ অন্য কোনো কার্য করেন যাহা সুশৃঙ্খলভাবে ভোট গ্রহণ বা ভোট গণনা বা নির্বাচন সংক্রান্ত দলিলপত্র প্রস্তুতকরণ প্রভাবিত করে; বা

(আ) ভোট কেন্দ্র হইতে কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে বিতাড়িত করেন এবং ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে তাহাদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন কার্য চালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন; বা

(ই) ভোট পরিচালনাকারী কর্মকর্তাগণকে বিতাড়িত করিয়া ব্যালট পেপার, ব্যালট বাক্স, ভোট সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং দলিলপত্র বলপূর্বক দখল করেন এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী এইগুলিকে অসৎভাবে ব্যবহার করেন ; বা

(ঈ) কেবল তাহার সমর্থক বা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থক বা তাহার রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সমর্থকদের ভোট প্রদানে সাহায্য করেন এবং অন্য সকলকে ভোট প্রদানে বিরত রাখেন।]

(২) কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা করণিক (clerk) যদি দফা (১) এর অধীন দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি [১][অনধিক দশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডিত হইবেন।

৮২। কোনো ব্যক্তি অনধিক [২][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(১) ভোট প্রদানের সময় ভোটারকে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন;

(২) কোন্ ভোট কেন্দ্রে কোন্ ভোটার কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর জন্য ভোট প্রদান করিতে যাইতেছেন বা ভোট প্রদান করিয়াছেন তৎসম্পর্কে যে কোনোভাবে তথ্য সংগ্রহ করেন বা করিবার চেষ্টা করেন;

(৩) কোন্ ভোটার কোন্ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করিতে যাইতেছেন বা ভোট প্রদান করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কোনো ভোট কেন্দ্রে প্রাপ্ত তথ্য যে কোনো সময় অন্যকে প্রদান করেন।

---

১ "অনধিক দশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "অনধিক দুই বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডেও" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৮৩। কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার বা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোনো ব্যক্তি অনধিক [১][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি—

(১) ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে বা রক্ষা করিতে সাহায্য করিতে ব্যর্থ হন; বা

(২) কোনো আইনে অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত, ভোট শেষ হইবার পূর্বে দাপ্তরিক চিহ্ন সম্পর্কিত কোনো তথ্য কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করেন; বা

(৩) কোনো বিশেষ ব্যালট পেপার দ্বারা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে তৎসম্পর্কিত ভোট গণনাতে প্রাপ্ত কোনো তথ্য প্রদান করেন।

৮৪। কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা করণিক বা পুলিশ বাহিনীর কোনো সদস্য অনধিক [২][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি কোনো নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা বা ভোটকেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকালে—

(১) কোনো ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে প্ররোচিত করেন;

(২) কোনো ব্যক্তিকে তাহার ভোট প্রদানে নিবৃত্ত করেন;

(৩) কোনোভাবে কোনো ব্যক্তির ভোট প্রদান প্রভাবিত করেন; বা

(৪) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার জন্য অন্য কোনো কার্য করেন।

[৩][৮৪ক। যদি কোনো ব্যক্তি এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তিকে হুমকি, ভীতি-প্রদর্শন, আঘাত বা অন্য কোনোভাবে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা এই আদেশের অধীন কোনো নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো গণমাধ্যম প্রতিনিধি বা পর্যবেক্ষককে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, এবং/বা তাহার শারীরিক কোনো ক্ষতি করেন বা তাহার দায়িত্ব পালনে ব্যবহার্য সরঞ্জামের ক্ষতি সাধন করেন বা কোনো ভোটারকে ভোট প্রদান হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে ভোট কেন্দ্রে যাইতে বাধা প্রদান করেন বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করেন, বা কোনো প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হইতে বিরত রাখেন বা বিরত রাখিবার চেষ্টা করেন, বা কোনো প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করান বা বাধ্য করাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি অনধিক সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।]

---

[১] “পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও” শব্দগুলি এবং কমা “ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডেও” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, (১৯৯১) (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] “পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও” শব্দগুলি এবং কমা “ছয় মাসের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডেও” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] অনুচ্ছেদ ৮৪ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৮৫। কোনো রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা অনুরূপ কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক এই আদেশের অধীন অর্পিত তাহার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো ব্যক্তি [১][অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ও যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ব্যতীত, কোনো কার্য বা বিচ্যুতির মাধ্যমে এই আদেশের অধীন তাহার দাপ্তরিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাহার উপর আরোপিত কোনো দায়িত্ব লঙ্ঘন করেন।

৮৬। যদি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক [২][পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারাদণ্ড, এবং অর্থদণ্ডেও] দণ্ডনীয় কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

[৩][৮৭। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্যের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথা:—

(ক) তিনি পুলিশ কর্মকর্তা না হইলেও, ভোট গ্রহণের দিন ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তিকে অনুচ্ছেদ ৭৩ (২খ), [৪][(৪),] (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫) ও (৬), অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১) ও অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন কৃত কোনো অপরাধের জন্য বা শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য, উক্ত কার্যবিধির অধীন একজন পুলিশ কর্মকর্তার ন্যায় বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করা;

(খ) রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশে কোনো ব্যক্তিকে দফা (ক) এ উল্লিখিত যে কোনো অনুচ্ছেদের অধীন কৃত কোনো অপরাধের জন্য বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করা;

(গ) অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি ভোট কেন্দ্রে কোনো অপরাধ করিলে তাহাকে বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করা;

---

১ "অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে" শব্দগুলি এবং কমাগুলি "অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ড" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন এক বৎসরের কারদণ্ডে, এবং অর্থদণ্ডেও" শব্দগুলি এবং কমা "দুই বৎসর, বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয়দণ্ডে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ অনুচ্ছেদ ৮৭ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "(৪)," বন্ধনী, সংখ্যা এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা সংযোজিত।

(ঘ) অনুচ্ছেদ ৭৯ লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন, ব্যানার বা পতাকা অপসারণ করা;

(ঙ) অনুচ্ছেদ ৮০ লঙ্ঘনপূর্বক ব্যবহৃত কোনো যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম জব্দ করা; এবং

(চ) এই অনুচ্ছেদের অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে, শক্তি ব্যবহারসহ, প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা।]

[১][৮৭ক। (১) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্য, যখনই বা যেখানেই, নিম্নবর্ণিত বিষয় জানিতে পারেন বা ইহা তাহার নজরে আসে তখনই এবং সেখানেই—

(ক) কোনো প্রার্থীর নানা রংয়ের পোস্টার বা প্রতিকৃতি বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট আকার হইতে বড় আকারের কোনো প্রার্থীর পোস্টার বা প্রতীক;

(খ) কোনো প্রার্থীর জন্য তৈরি ফটক বা তোরণ বা ঘেরা;

(গ) চারশত বর্গফুট হইতে অতিরিক্ত এলাকাব্যাপী কোনো প্রার্থীর প্যান্ডেল;

[২][***]

(ঙ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক কোনো নির্বাচনি এলাকায় একই সঙ্গে তিনটির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার;

(চ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কোনো ইউনিয়নে অথবা কোনো পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের কোনো ওয়ার্ডে, একটির অধিক নির্বাচনি ছাউনি বা অফিস অথবা কোনো নির্বাচনি এলাকায় একটির অধিক কেন্দ্রীয় নির্বাচনি ছাউনি অফিস;

(ছ) যে কোনোভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারপূর্বক কোনো প্রার্থীর নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে আলোকসজ্জা; এবং

(জ) কোনো প্রার্থীর জন্য প্রচারণার পন্থা হিসাবে কালি বা অন্য যে কোনোভাবে কোনো দেয়াল, দালান, থাম, সেতু, স্থলযান বা জলযানে, অথবা বিজ্ঞাপনের জন্য নির্দিষ্ট নহে এইরূপ স্থানে অংকিত, লিখিত বা চিত্রাঙ্কিত প্রচারণা;

অপসারণ করিবেন বা অপসারণ করাইবেন বা অপসারণের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৮৭ ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] উপ-দফা (ঘ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) যদি কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্য, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, দফা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচারণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুরোধ করা হইলে, তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কমিশন বা ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসারকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবে, এবং গৃহীত ব্যবস্থা উক্ত কর্মকর্তার চাকরি বহিতে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) কোনো রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার বা কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তাকে বা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য যে কোনো সদস্যকে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য যে কোনো পদার্থ বা সামগ্রী অপসারণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এইরূপ নির্দেশ পালনে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ পরিপালন সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রদান করিবেন এবং যদি অনুরূপ কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য, যুক্তিসঙ্গাত কারণ ব্যতীত, নির্দেশ মান্য করিতে ব্যর্থ হন, অস্বীকার করেন বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি অদক্ষতা বা অসদাচরণের অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তৎসম্পর্কে দফা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোনো রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টকে দফা (১) এর অধীন অপসারণযোগ্য কোনো পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী অবিলম্বে অপসারণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট এইরূপ নির্দেশনানুযায়ী কার্য করিবেন এবং নির্দেশ পালন সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং যদি তিনি বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি অনুচ্ছেদ ৭৩ এর অধীন দুর্নীতিমূলক কার্য করিবার অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোনো সদস্য কর্তৃক অপসারিত কোনো পদার্থ, দ্রব্য বা সামগ্রী প্রার্থীর দখল হইতে জব্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ অপসারণের সময় বিনষ্ট না হইয়া থাকিলে, সেইগুলি নিকটতম থানার হেফাজতে রাখা হইবে এবং কোনো নির্বাচনি দরখাস্ত বিচারাধীন না থাকিলে, অনুরূপ হেফাজতের তারিখ হইতে ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পর জব্দকৃত মালামাল বিনষ্ট করা হইবে বা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইবে ।

(৬) কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অন্য কোনো সদস্য এই অনুচ্ছেদের অধীন তাহার দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বলপ্রয়োগসহ, যে কোনো পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা করাইতে পারিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা অবিলম্বে কমিশনকে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারকেও অবহিত করিতে হইবে।

(৮) এই অনুচ্ছেদের অধীন গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, এই আদেশের অন্য কোনো বিধানের অধীন গৃহীতব্য কোনো ব্যবস্থা বা আরোপিত অন্য কোনো শাস্তির অতিরিক্ত হইবে এবং উহা অন্য কোনো গৃহীত ব্যবস্থা বা শাস্তিকে লঘু করিবে না।

(৯) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ব্যবস্থা অনুচ্ছেদ ১১ এর দফা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত, উভয় দিনসহ, সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে গ্রহণ করা যাইবে।]

৮৮। [*গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা বিলুপ্ত।*]

৮৯। (১) কোনো আদালত, কমিশন কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা বা কমিশন হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে দায়েরকৃত কোনো লিখিত অভিযোগ ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৮১ এর দফা (২), অনুচ্ছেদ ৮৩, অনুচ্ছেদ ৮৪, অনুচ্ছেদ ৮৫ বা অনুচ্ছেদ ৮৬ এর অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবেন না।

(২) যদি কমিশনের ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, দফা (১) এ উল্লিখিত কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা উদঘাটনের জন্য তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত কোনো তদন্ত করাইতে বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করিতে বা করাইতে পারিবেন।

[১][৮৯ক। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য ব্যতীত, আপাতত নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কোনো ব্যক্তি, কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে,—

(ক) [২][অনুচ্ছেদ ৭৩(২খ), ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫), (৬),] অনুচ্ছেদ ৭৮, অনুচ্ছেদ ৭৯, অনুচ্ছেদ ৮০, অনুচ্ছেদ ৮১(১) ও অনুচ্ছেদ ৮২ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সম্পর্কে উক্ত কার্যবিধির অধীন কোনো প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন; এবং

(খ) উক্ত কার্যবিধির ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর যে কোনো দফার অধীন অনুরূপ কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং সংক্ষিপ্ত বিচার সংক্রান্ত উক্ত কার্যবিধির বিধানাবলি অনুযায়ী অনুরূপ কোনো অপরাধ সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচার করিবেন।]

৯০। নিম্নরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত, অনুচ্ছেদ ৭৩ বা অনুচ্ছেদ ৭৪ এর অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের মামলা গ্রহণ করা হইবে না, যথা:—

(ক) যদি অপরাধ সংঘটনের ছয় মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করা না হয়; বা

(খ) যদি যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, সেই নির্বাচন সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়া থাকে এবং যদি হাইকোর্ট বিভাগ উক্তরূপ অপরাধ সম্পর্কে কোনো আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুরূপ আদেশের তিন মাসের মধ্যে।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৮৯ ক গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "অনুচ্ছেদ ৭৩ (২খ), ৭৪ (২ক), (৩), (৪), (৫), (৬)" শব্দ, সংখ্যাগুলি, বন্ধনীগুলি এবং কমাগুলি "ছদ্মপরিচয় ধারণ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৭৩" শব্দগুলি এবং সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১][অধ্যায় ৬ক
কমিশনে রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন

৯০ক। এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো রাজনৈতিক দল অনুচ্ছেদ ৯০খ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, কমিশনে দলের নাম নিবন্ধন করিতে পারিবে।

৯০খ। (১) কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত হইতে আগ্রহী হইলে—

(ক) নিম্নবর্ণিত শর্তাদির যে কোনো একটি পূরণ করিতে হইবে, যথা:—

(অ) বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনি প্রতীক লইয়া কমপক্ষে একটি আসন লাভ; বা

(আ) উপরি-উক্ত সংসদ নির্বাচনের যে কোনো একটিতে উক্ত দলের প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট লাভ; বা

(ই) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি সক্রিয় কেন্দ্রীয় অফিস, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অন্যূন এক তৃতীয়াংশ প্রশাসনিক জেলায় [২][কার্যকর] জেলা অফিস এবং অন্যূন একশতটি উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন থানা [৩][য়] অফিস প্রতিষ্ঠা যাহার প্রত্যেকটিতে সদস্য হিসাবে ন্যূনতম দুইশত ভোটারের তালিকাভুক্তি;

(খ) [৪][উপ-দফা (ক)] এ বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন ব্যতীতও নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের দলীয় গঠনতন্ত্রে নিম্নরূপ সুস্পষ্ট বিধান থাকিতে হইবে, যথা:—

(অ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা;

(আ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ন্যূনতম শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্য পদ মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকা এবং এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে [৫][২০৩০] সালের মধ্যে অর্জন করা;

---

[১] অধ্যায় ৬ক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩নং আইন) (১৯ আগস্ট, ২০০৮ হতে কার্যকর) এর ধারা ২৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "কার্যকর" শব্দটি "(দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে দলের সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তি হিসাবে কার্যকর,)" বন্ধনী, শব্দগুলি এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৭ক দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "য়" প্রত্যয়টি "এবং" শব্দের এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৭(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] "উপদফা (ক)" শব্দ, বন্ধনী এবং বর্ণ "দফা ১" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৭ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "২০৩০" সংখ্যাটি "২০২০" সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(ই) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা ছাত্র এবং আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের বা সংস্থার কর্মচারী বা শ্রমিকদের বা অন্য কোনো পেশার সদস্যগণের [১][সমন্বয়ে গঠিত] সহযোগী বা অঙ্গ সংগঠন না থাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হইবার বা সংগঠন, সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন, ইত্যাদি গঠন করিবার ও বর্ণিত সকল প্রকার গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি হিসাবে, বিদ্যমান আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, রাজনৈতিক দলের সদস্য হইবার ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না;

(ঈ) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা, উপজেলা বা, ক্ষেত্রমত, জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তুত প্যানেল হইতে দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড কর্তৃক বিবেচনাপূর্বক প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করা ।

(২) স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত কোনো সদস্য পরবর্তীকালে কোনো অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে যোগদান করিলে তাহার সদস্য পদ যোগদানকারী দল কর্তৃক আহরিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে না।

৯০গ। (১) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণের অযোগ্য হইবে, যদি—

(ক) উহার গঠনতন্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ সংবিধানের পরিপন্থি হয়; বা

(খ) উহার গঠনতন্ত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা বা লিঙ্গ ভেদে কোনো বৈষম্য প্রতীয়মান হয়; বা

(গ) উহার গঠনতন্ত্রের নাম, পতাকা, চিহ্ন বা অন্য কোনো কর্মকাণ্ড দ্বারা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হইবার বা দেশকে বিচ্ছিন্নতার দিকে লইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে; বা

(ঘ) উহার গঠনতন্ত্রে দলবিহীন বা একদলীয় ব্যবস্থা সংরক্ষণ বা লালন করিবার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়; বা

(ঙ) উহার গঠনতন্ত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো অফিস, শাখা বা কমিটি গঠন এবং পরিচালনার বিধান থাকে।

---

[১] "সমন্বয়ে গঠিত'' শব্দগুলি "সমন্বয়ে'' শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) যদি কোনো নামে কোনো রাজনৈতিক দল ইতঃপূর্বে নিবন্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত নামে অন্য কোনো দলের নিবন্ধন করা হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে একাধিক রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে কমিশন দরখাস্তকারী সকল দলকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া উহাদের যে কোনো একটি দলকে উক্ত নামে নিবন্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) কমিশন সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধন করিবে না।

৯০ঘ। অনুচ্ছেদ ৯০ক ও ৯০খ এ বর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালনকারী এবং অনুচ্ছেদ ৯০গ এর অধীন অযোগ্য নহে এইরূপ কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বা উহাদের সমপর্যায়ের পদাধিকারী কোন ব্যক্তির স্বাক্ষরে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কোনো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে যদি উহা, অনুচ্ছেদ ৯০গ এর বিধানাবলি প্রতিপালন করিয়া অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (১) এর উপ-দফা (খ)(অ), (খ)(আ), (খ)(ই) এবং (খ)(ঈ) এ উল্লিখিত বিধানাবলি সংবলিত একটি সাময়িক গঠনতন্ত্রসহ দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কর্তৃক দলটি [১][নিবন্ধনের আবেদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে] একটি সংশোধিত গঠনতন্ত্র দাখিল করিবে মর্মে একটি রেজুলেশন দাখিল করে।

৯০ঙ। (১) কোনো রাজনৈতিক দলকে নিবন্ধিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর, উক্ত দলের অনুকূলে কমিশন, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করিবে এবং উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(২) কোনো রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের দরখাস্ত নাকচ করা হইলে, সাত কার্য দিবসের মধ্যে, কমিশন উহা, লিখিতভাবে, সংশ্লিষ্ট দলকে অবহিত করিবে।

(৩) নিবন্ধন বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৯০চ। (১) দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল—

(ক) অনুচ্ছেদ ৪৪গগ এর দফা (১) এ বর্ণিত উৎস ব্যতিরেকে, কোনো ব্যক্তি, কোম্পানি, একাধিক কোম্পানির গ্রুপ বা বেসরকারি সংস্থা হইতে দান অথবা অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ দান বা অনুদানের পরিমাণ কোনো পঞ্জিকা বৎসরে নিম্নবর্ণিত সীমা অতিক্রম করিবে না, যথা:—

(অ) ব্যক্তির ক্ষেত্রে, [২][দশ] লক্ষ টাকা বা ইহার সমমানের কোনো সম্পদ বা সেবা;

(আ) কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, [৩][পঞ্চাশ] লক্ষ টাকা বা ইহার সমমানের কোনো সম্পদ বা সেবা;

---

[১] "নিবন্ধনের আবেদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে" শব্দগুলি , সংখ্যা ও বন্ধনী "নবম সংসদ বসিবার বারো মাসের মধ্যে" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "দশ" শব্দটি "পাঁচ" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন) এর ধারা ১৮ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] "পঞ্চাশ" শব্দটি "পঁচিশ" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫১ নং আইন)এর ধারা ১৮ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন অনুষ্ঠিত কোনো নির্বাচনে কোনো দল কর্তৃক মনোনীত সকল প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত প্রতীক হইতে পছন্দকৃত যে কোনো একটি প্রতীক বরাদ্দ করা হইবে এবং এইভাবে বরাদ্দকৃত প্রতীক উহার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, যদি না উহা পরবর্তীকালে নির্ধারিত প্রতীকসমূহের মধ্য হইতে অন্য কোনো প্রতীক লাভের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে;

(গ) বিনামূল্যে ভোটার তালিকার এক সেট সিডি বা ডিভিডি বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক ফরম্যাটে পাওয়ার অধিকারী হইবে;

(ঘ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি অনুসারে সংসদ নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমে সম্প্রচারের সুবিধা পাইবার অধিকারী হইবে; এবং

(ঙ) সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে, বিশেষত এই আদেশ বা বিধিমালা অনুসারে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমস্যা ও পন্থা সম্পর্কে, কমিশনের সহিত পরামর্শের অধিকারী হইবে।

(২) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কোনো বিদেশি রাষ্ট্র বা বিদেশি সাহায্যপুষ্ট কোনো বেসরকারি সংস্থা বা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত কোনো সংস্থার নিকট হইতে কোনো উপহার, দান, অনুদান বা অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৯০ছ। অনুচ্ছেদ [১][৯০খ এর দফা (১)(খ)] এ উল্লিখিত বিধানাবলি প্রতিপালন সম্পর্কে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কমিশনকে অবহিত করিবে।

৯০জ। (১) কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নিম্নরূপ কারণে বাতিল হইবে, যদি:—

(ক) দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটি, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, কর্তৃক দলকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় বা নিবন্ধন বাতিলের জন্য দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বা উহাদের সমপর্যায়ের পদাধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক দলীয় সিদ্ধান্তের কার্যবিবরণীসহ কমিশন বরাবর আবেদন করা হয়; বা

(খ) নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়; বা

---

[১] "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (১) (খ)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যা "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (২)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(গ) এই আদেশ ও বিধিমালার অধীন কমিশনে প্রেরিতব্য কোনো তথ্য [১][একাদিক্রমে তিন বৎসর] প্রেরণ করিতে ব্যর্থ হয়; বা

(ঘ) কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক অনুচ্ছেদ [২][৯০খ এর দফা (১)(খ)] এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করা হয়; [৩][***]

(ঙ) কোনো রাজনৈতিক দল একাদিক্রমে দুইটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে [৪][; বা

(চ) যদি উক্ত রাজনৈতিক দল অনুচ্ছেদ ৯০ঘ এর শর্তাংশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে একটি সংশোধিত গঠনতন্ত্র দাখিলে ব্যর্থ হয়।]

(২) কমিশন [৫][উপ-দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ)] এর অধীন নিবন্ধন বাতিলের পূর্বে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) বিলুপ্ত ঘোষিত নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলের নামে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত হইবে না ।

(৪) বিলুপ্ত ও বাতিলকৃত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম, সরকারি গেজেটে, প্রকাশ করা হইবে।

৯০ঝ। কমিশন কর্তৃক কোনো নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ দল হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করিতে পারিবে।]

---

১ "একাদিক্রমে তিন বৎসর" শব্দগুলি "এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৫(ক)(অ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (১)(খ)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যাগুলি "অনুচ্ছেদ ৯০খ এর দফা (২) বা (৪)" শব্দ, বন্ধনী এবং সংখ্যাগুলির পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হতে কার্যকর) এর ধারা ৫ (ক) (আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "বা" শব্দটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হতে কার্যকর) এর ধারা ৫ (ক) (আ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ "; বা" সেমিকোলন এবং শব্দটি দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর উপ-দফা (চ) গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ থেকে কার্যকর) এর ধারা ৫ (ক) (আ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "উপ-দফা (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ)" শব্দ, বন্ধনী এবং কমা "উপ-দফা (গ), (ঘ) ও (ঙ)" শব্দ, বন্ধনী এবং কমার পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬৪ নং আইন) (২৫ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর) এর ধারা ৫(খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ৭
বিবিধ

[১][৯১। [২][***] ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, কমিশন—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, [৩][ভোটে] বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনানুগভাবে [৪][ভোট] পরিচালনা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা হইলে ইহা যে কোনো ভোট কেন্দ্র [৫][বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায়] [৬][ভোট গ্রহণের] যে কোনো পর্যায়ে ভোট গ্রহণসহ নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে;

[৭][(কক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন, কারসাজি বা অন্যবিধ অপকর্মের দ্বারা চরমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সেই ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল স্থগিত করিবে, এবং এই বিষয়ে, কমিশন কর্তৃক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেইরূপ একটি পদ্ধতিতে, অতিসত্বর অনুসন্ধান করিবার পর, উহার নিকট ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ মনে হইলে, উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল প্রকাশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবে, বা উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের নির্বাচন বাতিল ঘোষণাপূর্বক উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিবে;]

(খ) এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যালট পেপার নাকচ বা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রদত্ত কোনো আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে; এবং

(গ) এই আদেশ ও বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রের যে কোনো নির্বাচন যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনানুগভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, উহার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি জারি করিতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৯১ এবং ৯১ক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ ৯১ এর পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ২৩ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] উপান্ত টিকা "সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করিবার জন্য কমিশন, ইত্যাদি।-" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] "নির্বাচনে" শব্দের পরিবর্তে ''ভোটে" শব্দ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৪] ''ভোট" শব্দ "নির্বাচন" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৫] "বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায়" শব্দগুলি এবং কমাগুলি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬] ''ভোট গ্রহণের" শব্দগুলি ''নির্বাচনের" শব্দের পরিবর্তে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭] উপ-দফা (কক) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ) দ্বারা সন্নিবেশিত।

৯১ক। (১) [১][***] কমিশন ভোট-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণের জন্য নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটি নামে, অতঃপর ''কমিটি'' বলিয়া উল্লিখিত, একটি কমিটি গঠন করিবে।

(২) [২][***] কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে।

(৩) [৩][***] কমিটি, তৎকর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য বা উহার নিকট দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে, বা স্বীয় উদ্যোগে, কমিটির দৃষ্টিতে, এই আদেশের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইতে পারে, অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোনো কার্য বা বিচ্যুতির ফলে ভীতি, বাধা, দমন বা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ বা এই আদেশ ও বিধিমালা অনুসারে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বা পরিচালনায় বাধা বা ব্যাহত করিয়া, [৪][কমিটির মতে, ভোট-পূর্ব অনিয়ম সংঘটিত হইতে পারে এইরূপ বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে] অনুসন্ধান করিবে।

(৪) [৫][***] কমিটি এই আদেশের অধীন উহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, এবং কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, নির্বাচন শেষ হইবার পূর্বে তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত যে কোনো অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৫) [৬][***] অনুরূপ অনুসন্ধান পরিচালনার ক্ষেত্রে, কমিটির-

(ক) কোনো ব্যক্তিকে উহার সম্মুখে হাজির হইতে এবং শপথপূর্বক উহার নিকট সাক্ষ্য প্রদানে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে; এবং

(খ) কোনো ব্যক্তিকে তাহার নিকট রক্ষিত কোনো দলিল বা বস্তু দাখিল করিতে লিখিতভাবে নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

[৭][(৬) কোনো অনুসন্ধান পরিচালনার পর কমিটি, তিন দিনের মধ্যে, তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে এবং সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে—

(ক) কোনো কার্যের জন্য দায়ী কোনো ব্যক্তিকে অনুরূপ কার্য করা হইতে তাৎক্ষণিকভাবে বিরত থাকিবার জন্য কমিশন কর্তৃক কোনো আদেশ বা নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব; বা

---

১ উপান্ত টিকা "ভোট-পূর্ব অনিয়ম প্রতিরোধ এবংনিয়ন্ত্রণ।-" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

২ উপান্ত টিকা "কমিটির গঠন" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ উপান্ত টিকা "কমিটির কার্যাবলি" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

৪ "কমিটির মতে, ভোট-পূর্ব অনিয়ম সংঘটিত হইতে পারে এইরূপ বিষয় বা অবস্থা সম্পর্কে" শব্দগুলি এবং কমা গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ উপান্ত টিকা "কমিটি কর্তৃক অনুসন্ধান" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

৬ উপান্ত টিকা "কমিটির ক্ষমতা" গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা বিলুপ্ত।

৭ দফা ৬ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৭ (ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(খ) নির্দিষ্ট কোনো কার্য না করিবার ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক উহা করিতে বা, প্রয়োজন হইলে, কোনো মিথ্যা তথ্যের যথাযথ সংশোধন করিবার জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশনা বা পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য প্রস্তাব।

[১][(৬ক) কমিশন দফা (৬) এর অধীন কোনো সুপারিশ প্রাপ্ত হইবার পর উহা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৬খ) যেক্ষেত্রে দফা (৬ক) এর অধীন কোনো আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে তাৎক্ষণিকভাবে উহা প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৬গ) দফা (৬ক) এর অধীন কোনো আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হইলে, কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলকে অনধিক এক লক্ষ টাকা, তবে অন্যূন বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে এবং, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে।]

[২][(৭) কমিশন, দফা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভোট-পূর্ব অনিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে এইরূপ কার্য ও বিচ্যুতিসমূহ নির্ধারণ করিয়া, সরকারি গেজেটে, বা তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত অন্য কোনোভাবে, প্রকাশ করিবে।

(৮) কমিটির কোনো কার্যধারা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এ বিধৃত অর্থে বিচারিক কার্যধারা (judicial proceeding) বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোনো মামলা বিচারকালে, কমিটির কোনো ব্যক্তির হাজিরা কার্যকর করা এবং তাহাকে শপথপূর্বক জিজ্ঞাসাবাদ করিবার এবং দলিল ও বস্তু দাখিল করিতে বাধ্য করা সম্পর্কিত দেওয়ানি আদালতের ন্যায় একই ক্ষমতা থাকিবে।]

[৩][**৯১খ। (১)** কমিশন, অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, এই আদেশের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) আচরণ বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন ৯১ক অনুচ্ছেদে বিধৃত অর্থে ভোট-পূর্ব অনিয়ম বলিয়া গণ্য হইবে।]

---

[১] দফা (৬ক), (৬খ) এবং (৬গ) গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৭ (খ) দ্বারা প্রতিস্থাপিত ।

[২] দফা (৭), (৮), (৯) গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩] অনুচ্ছেদ ৯১খ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১][৯১গ। (১) কমিশন দেশি বা বিদেশি এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে লিখিতভাবে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হিসাবে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন, যিনি কোনোভাবেই কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সহিত সংযুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত নহেন এবং যিনি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শ, মতবাদ বা লক্ষ্যের প্রতি বা কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ইশতেহার, কর্মসূচি, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে পরিচিত নহেন।

(২) নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা অনুসারে, কোনো ভোট কেন্দ্রের নিকটে অবস্থান করিয়া বা, প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতিক্রমে, কোনো ভোট কক্ষ বা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া ভোট গ্রহণ অথবা ভোট গণনার সময় বা গণনাকৃত ভোট একত্রিত করিয়া ফলাফল প্রস্তুতের সময় উপস্থিত থাকিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো নির্বাচনি পর্যবেক্ষক পূর্বোল্লিখিতভাবে কোনো ভোট কক্ষ পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন না, যদিনা তিনি কমিশন কর্তৃক প্রত্যয়িত তাহার নাম, জাতীয়তা ও ছবি সংবলিত পরিচয়পত্র প্রদর্শন করেন।

(৪) যদি রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো পর্যবেক্ষক নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উপযোগী নহে এইরূপ কোনো কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দিতেছেন বা কোনোভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বা নির্বাচনি কর্তৃপক্ষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষককে নির্বাচনি এলাকা বা ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) দফা (৪) এর অধীন কোনো ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, অবিলম্বে কমিশনকে উহা অবহিত করিতে হইবে।

(৬) কোনো নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ভোটের নিরপেক্ষতা বা উহার অন্যথা সম্পর্কে, ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরের ও বাহিরের শৃঙ্খলা ও অবস্থা, ভোট গণনা, গণনাকৃত ভোটের ফলাফল একত্রীকরণ, এই আদেশ, বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালা প্রতিপালন বা নির্বাচন সংক্রান্ত তাহার পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কমিশন বা রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিতে পারিবেন।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৯১গ ও ৯১ঘ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(৭) এই আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, রিটার্নিং অফিসার এই আদেশের কোনো বিধানের অধীন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় উহার বা তাহার নিকট দাখিলকৃত বা প্রেরিত অন্য কোনো প্রতিবেদনের সহিত উক্ত বিষয় সম্পর্কিত কোনো নির্বাচন পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদনও বিবেচনা করিতে পারিবেন।

৯১ঘ। (১) এই আদেশের কোনো বিধানের অধীন অনুসন্ধানকালে, এইরূপ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোনো মামলা বিচারকারী দেওয়ানি আদালতের নিম্নরূপ বিষয় সম্পর্কিত যে সকল ক্ষমতা থাকিবে, কমিশন সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) কোনো ব্যক্তিকে সমন প্রদান এবং তাহাকে হাজির হইতে বাধ্য করা এবং শপথপূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(খ) কোনো দলিল বা সাক্ষ্য হিসাবে দাখিলযোগ্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তু উদঘাটন এবং দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান;

(গ) হলফনামা সহকারে সাক্ষ্য গ্রহণ করা;

(ঘ) কোনো আদালত বা অফিস হইতে কোনো সরকারি নথি বা উহার কোনো অনুলিপি তলব করা;

(ঙ) সাক্ষী বা দলিলপত্র পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু করা।

(২) কমিশনের সম্মুখে পরিচালিত কোনো কার্যধারা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ১৯৩ ও ২২৮ ধারায় বিধৃত অর্থে বিচারিক কার্যধারা হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) কমিশন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৪৭৬, ৪৮০ ও ৪৮২ এ বিধৃত অর্থে একটি দেওয়ানি আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কমিশনের উহার কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) এই আদেশের কোনো বিধানের অধীন কমিশনের কর্তৃত্বাধীনে বা নির্দেশে অনুসন্ধান পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তির, এই অনুচ্ছেদের অধীন কমিশনের উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে সেই, একই ক্ষমতা থাকিবে।]

[১][৯১ঙ। (১) এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্য বা লিখিত প্রতিবেদন হইতে কমিশনের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা, তাহার নির্দেশে বা তাহার পক্ষে, বা তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতিতে, অন্য কোনো ব্যক্তি গুরুতর বে-আইনি কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন বা লিপ্ত হইবার প্রচেষ্টা করিতেছেন বা এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা বা আচরণ বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা করিতেছেন এবং অনুরূপ বে-আইনি কার্যে লিপ্ত হওয়া বা লিপ্ত হওয়ার প্রচেষ্টা বা লঙ্ঘন বা লঙ্ঘনের প্রচেষ্টার জন্য তিনি সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার অযোগ্য হইতে পারেন, তাহা হইলে কমিশন, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে শুনানির যুক্তি সংগত সুযোগ প্রদান করিয়া, বিষয়টি তদন্তের আদেশ প্রদান করিবে।

(২) দফা (১) এর অধীন অনুষ্ঠিত তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, প্রতিবেদনটি সত্য, তাহা হইলে কমিশন, লিখিত আদেশ দ্বারা, অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিতে পারিবে এবং প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে, উক্ত নির্বাচনি এলাকার অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে; এবং যেক্ষেত্রে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করিবার ফলে কেবল একজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অবশিষ্ট থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত নির্বাচনি এলাকায় অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে [২][:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন যে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হইয়াছে, তিনি অনুচ্ছেদ ১৭ এর অধীন নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।]

(৩) দফা (২) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে, উহা সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্টের নিকট হাতেহাতে বা ফ্যাক্স, ই-মেইল বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বা সম্ভাব্য অন্য কোনো মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) দফা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অবিলম্বে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে এবং অনুরূপ প্রার্থীকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলকে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) দফা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ সরকারি গেজেট দ্বারা এবং কমিশন কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত, অন্য কোনোভাবে প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে।]

---

[১] অনুচ্ছেদ ৯১ঙ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] কোলন (:) চিহ্ন দাঁড়ি (।) চিহ্নের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৯২। কোনো আদালত কমিশন বা কোনো রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার কর্তৃক, বা উহার কর্তৃত্বাধীনে, সরল বিশ্বাসে গৃহীত কোনো ব্যবস্থা সম্পর্কে, অথবা উহাদের কোনো একজন কর্তৃক বা এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন নিযুক্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্তের বৈধতা সম্পর্কে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না।

৯৩। এই আদেশ বা উহার অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা আদেশ বা প্রদত্ত কোনো নির্দেশের অধীন বা তদনুসারে, সরল বিশ্বাসে কৃত বা ঈপ্সিত কোনো কিছুর জন্য কমিশন বা উহার কোনো কর্মকর্তা বা অন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা দায়ের বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

[১][৯৩ক। সরকার, নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাহাদিগকে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন প্রদানকারী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।]

[২][৯৪। এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

[৩][৯৪ক। এই আদেশ জারির পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আদেশের একটি নির্ভরযোগ্য বাংলা পাঠ প্রকাশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আদেশের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে, ইংরেজি পাঠ প্রাধান্য পাইবে।]

---

[১] অনুচ্ছেদ ৯৩ক গণপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৫২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] অনুচ্ছেদ ৯৪ গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩] অনুচ্ছেদ ৯৪ক গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৩ নং আইন) (১৯ আগস্ট ২০০৮ হইতে কার্যকর) এর ধারা ২৯ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৯৫। নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল—

(১) The National and Provincial Assemblies (Election) Ordinance, 1970 (XIII of 1970)।

(২) The Legal Frame Work Order, 1970 (P.O. No. 2 of 1970)।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd